ব্যক্তিগত পত্র

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত লোকের কাছে লেখা চিঠিকে নাম দেওয়া যায় ব্যক্তিগত পত্র। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এ ধরনের চিঠি লেখা হয়। ব্যক্তি মানসের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা এসব চিঠিতে অন্তরঙ্গভাবে প্রতিফলিত হয় বলে লেখকের মনের পরিচয় এতে সহজে প্রকাশ পায়। মনের নিভৃত অনুভূতি, ব্যক্তি জীবনের সমস্যা ইত্যাদি বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয় এসব চিঠির উপজীব্য।

ব্যক্তিগত চিঠির মঙ্গলসূচক শব্দে, সম্বোধনে, উপসংহারে ও শিরোনামে মুসলিম ও হিন্দু রীতির কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় পরিবেশের ভিন্নতার জন্য শব্দ ব্যবহারেও পার্থক্য সূচিত হয়। আজকালকার দিনে রীতিগত সমস্যার পুরানো ধ্যানধারণা অনেকাংশে বর্জিত হচ্ছে এবং চিঠির বক্তব্যের ভাষা সহজ সরল হয়ে ধরন-ধারণে আধুনিকতার ছাপ ফুঠে উঠছে। তাই সব চিঠিতে একই রীতি পদ্ধতি অনুসৃত হয় না।

অন্তরঙ্গ মনমানসিকতার পরিচয়টি ব্যক্তিগত পত্রে যত বেশি পাওয়া যায় তা আর কোন ধরনের চিঠিতে মিলে না। সেজন্য সাহিত্যরস সঞ্চারের জন্য এসব চিঠি সবচেয়ে বেশি উপযোগী।

ব্যক্তিগত পত্রের কিছু নমুনা পরবর্তী পর্যায়ে উল্লেখ করা হল।

পত্র ২॥ পিতার কাছে পুত্রের পত্র।

[মুসলিম রীতি]

কলেজ ছাত্রাবাস
বগুড়া
২০-৩-৯৬

পরম শ্রদ্ধেয় আব্বাজান,

আমার সালাম জানবেন।

আপনার দোয়ার বরকতে যথাসময়ে নিরাপদে আমি ছাত্রাবাসে এসে পৌঁছেছি। এখানে আসার পর থেকে পড়াশোনার বেশ চাপ পড়েছে। নিয়মিত পাক্ষিক পরীক্ষা আমাদের কলেজের ঐতিহ্য। তাই অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতে হচ্ছে। রমযানের ছুটিতে বাড়ি থাকাকালীন পড়াশোনায় যে গাফিলতি হয়েছিল তা এখন পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। আপনি দোয়া করবেন যেন আমার সাধনা সফল হতে পারে।

আম্মাকে আমার সালাম জানাবেন এবং দোয়া করতে বলবেন। ছোটদের জন্য রইল আমার সীমাহীন দোয়া।

ইতি—
আপনার দোয়াপ্রার্থী
আহসান

শিরোনাম

	ডাকটিকিট
	প্রাপক ঃ
প্রেরক ঃ	জনাব আহমদ হাসান
আহসান	গ্রাম ঃ রূপদি
কলেজ ছাত্রাবাস	ডাকঘর ঃ কাজী হাটা
বগুড়া	জেলা ঃ বগুড়া।

পত্র ৩ ॥ পিতার কাছে পুত্রের পত্র।

[হিন্দু রীতি]

সরকারী ছাত্রাবাস
শেরপুর
২০-৩-৯৬

পরম পূজনীয় বাবা,

আমার প্রণাম জানবেন।

আপনার আশীর্বাদে যথাসময়ে নিরাপদে আমি ছাত্রাবাসে এসে পৌছেছি। এখানে আসার পর থেকে পড়াশোনার বেশ চাপ পড়েছে। নিয়মিত পাক্ষিক পরীক্ষা আমাদের কলেজের ঐতিহ্য। তাই অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতে হচ্ছে। গত ছুটিতে বাড়ি থাকাকালীন পড়াশোনায় যে ত্রুটি হয়েছিল তা এখন পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। আপনি আশীর্বাদ করবেন যেন আমার সাধনা সফল হতে পারে।

মাকে আমার প্রণাম জানাবেন এবং আশীর্বাদ করতে বলবেন। ছোটদের জন্য রইল আমার সীমাহীন স্নেহাশিস।

ইতি—
আপনার স্নেহপ্রার্থী
রতন

শিরোনাম

	ডাকটিকিট
প্রেরক ঃ	প্রাপক ঃ
রতন সেন	শ্রী মধুময় সেন
সরকারী ছাত্রাবাস	গ্রাম ঃ গোলাপবাগ
শেরপুর	ডাকঘর ও জেলা ঃ শেরপুর

পত্র ৪ ॥ মায়ের কাছে মেয়ের চিঠি।

[মুসলিম রীতি]

মুমিনুননিসা মহিলা কলেজ
ময়মনসিংহ
২৫-৩-৯৫

শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান,

আমার সালাম জানবেন। আল্লাহর রহমতে আর আপনাদের দোয়ায় আমি নিরাপদে কলেজের ছাত্রীনিবাসে পৌঁছেছি। এসেই দেখলাম সবাই লেখাপড়া নিয়ে বেশ মেতে আছে। কারণ ইতিমধ্যে সাময়িক পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে গেছে। আমি আর দেরি করছি না। আমারও অনেক পড়া বাকি। ছুটিতে বাড়ি গিয়ে লেখাপড়ায় অবহেলা করা হয়েছে। তাই এখন বিপদ বলে মনে হচ্ছে। না, আমাকে আরও বেশি পরিশ্রম করে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে হবে। আপনি পরম দয়াময় আল্লাহ্তায়ালার কাছে দোয়া করবেন যেন আপনাদের আশা পূরণ করতে পারি।

আমি ভাল। আপনারা কেমন আছেন জানাবেন। আব্বাকে আমার সালাম বলবেন। রোলাকে আমার আদর। ইতি—

আপনার অতি আদরের
ফারহানা

খাম

	ডাকটিকিট
	মাননীয়া আম্মাজান
প্রেরক ঃ	প্রযত্নে ঃ জনাব আলী হাসান
ফারহানা	সদর রোড
ময়মনসিংহ	কিশোরগঞ্জ।

পত্র ৫ ॥ মায়ের কাছে মেয়ের চিঠি।

[হিন্দুরীতি]

মহিলা কলেজ
শেরপুর
২৫-৩-৯৬

পরম পূজনীয়া মা,

আমার প্রণাম জানবেন। ঈশ্বরের করুণায় আর আপনাদের আশীর্বাদে আমি নিরাপদে কলেজের ছাত্রীনিবাসে পৌঁছেছি। এসেই দেখলাম সবাই লেখাপড়া নিয়ে বেশ মেতে আছে। কারণ ইতিমধ্যে সাময়িক পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়ে গেছে। আমি আর বিলম্ব করছিনা। আমারও অনেক পড়া বাকি। ছুটিতে বাড়ি গিয়ে লেখাপড়ায় অবহেলা করা হয়েছে। তাই এখন বিপদ বলে মনে হচ্ছে। না, আমাকে আরও বেশি পরিশ্রম করে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে হবে। আপনি পরম দয়াময় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবেন যেন আপনাদের আশা পূরণ করতে পারি।

আমি ভাল। আপনারা কেমন আছেন জানাবেন। বাবাকে আমার প্রণাম জানাবেন। পিয়ালকে আমার স্নেহাশিস্।

ইতি—
আপনার স্নেহের
চন্দনা

খাম

	ডাকটিকিট
	শ্রীযুক্তা মাতাঠাকুরাণী
প্রেরক ঃ	প্রযত্নে দিবাকর রায়
চন্দনা	পলাশপুর
শেরপুর	জামালপুর।

পত্র ৬ ॥ বন্ধুর কাছে বন্ধুর চিঠি।

কলেজ রোড
রংপুর
২০-৬-৯৬

প্রিয় সুজন,

আন্তরিক শুভেচ্ছা নিয়ো।

আজ সকালের ডাকে আসা তোমার সুন্দর চিঠিটা খুব ভাল লাগছে। তুমি পড়াশোনার চাপে পড়েও আমার কথা ভাবছ জানতে পেরে বেশ আনন্দ লাভ করছি। তুমি আমার পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছ। আসলে হয় কি জান, সারা বছরের অবহেলার ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য পরীক্ষার আগে কি খাটুনিটাই না খাটতে হয়। অথচ সারা বছর পড়ার গুরুত্বের কথা মনে রাখলে এখন আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হত না। যাকগে, আমি ক্ষতি বাড়াতে চাই না, চাই পূরণ করতে। বাহুল্য কাজে নষ্ট না করে কিছুটা সময় বাঁচিয়ে নিচ্ছি আর তাকে কাজে লাগাচ্ছি সর্বোত্তমভাবে।

তোমার শুভেচ্ছা আমার চলার পথে প্রেরণা দিবে। তোমার পড়াশুনা কেমন হচ্ছে তা অবশ্যই ফেরত ডাকে জানাবে।

তুমি কেমন আছ ? আমি কুশলেই আছি।

ইতি—
একান্তই তোমার
উৎসব

	ডাকটিকিট
	সুজন
উৎসব	প্রযত্নে অধ্যক্ষ,
রংপুর	সরকারী কলেজ
	লালমনিরহাট।

পত্র ৭ ॥ কলেজের নতুন ছাত্রীদের আচরণ কেমন তা জানিয়ে তোমার মাকে একখানি পত্র লেখ।

মানিকগঞ্জ
১৫-৭-৯৬

পরম শ্রদ্ধেয়া মা,

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানবেন। আশা করি আপনারা সবাই কুশলে আছেন।

আমাদের একাদশ শ্রেণীর লেখাপড়া সম্প্রতি শুরু হয়েছে। কলেজ প্রধান আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাসের উদ্বোধন করে আমাদের অগ্রযাত্রার শুভ সূচনা ঘটালেন।

এখন আমাদের সব বিষয়েই ক্লাস পুরাপুরি চলছে। কলেজে একটা সুবিধা এই যে দিনের সারাক্ষণ ক্লাস থাকে না। বিষয়ের বৈচিত্র্যের জন্য মাঝে মাঝে কারও না কারও ক্লাস না থাকা অবস্থায় সময় কাটাতে হয়। এ সুযোগে ছাত্রীদের সাথে পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা লাভের চমৎকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। তখন সবাইকে ঘনিষ্ঠভাবে জানা এবং তাদের আচার আচরণের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা সহজ হয়।

মা, এই নতুন পরিবেশের অভিজ্ঞতার কথাই আমি আপনাকে জানাতে চাই। আমাদের কলেজে ছাত্রীরা শহর থেকে যেমন এসেছে তেমনি এসেছে গ্রাম থেকে। এরা এসেছে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ থেকে। কিন্তু এখানে একই মহৎ উদ্দেশ্যে সমবেত হয়ে সবাই সবাইকে একান্ত আপন করে নিয়েছে। ফলে একটা পরম সম্প্রীতি ও হৃদ্যতা নবাগত ছাত্রীদের মধ্যে বিরাজ করছে। কোন ঈর্ষা নেই, নেই কোন বিরোধ। লেখাপড়ায় পরস্পর সহযোগিতা থাকছেই। গাঁয়ের ছাত্রীদের কোন ত্রুটিকে কেউ উপহাস করে না। বরং জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলায় সবাই আকুল। এই পরিবেশে সবাইকে বোনের মত পেয়ে আমি আনন্দিত।

ভাল আছি। ভাল চাই।

ইতি আপনারই
মীরা

খাম

	ডাকটিকিট
প্রেরক ঃ মীরা মহিলা কলেজ মানিকগঞ্জ।	শ্রদ্ধেয়া মা, প্রযত্নে জনাব আহমদ মল্লিক শিবালয় মানিকগঞ্জ।

পত্র ৮॥ কি ধরনের বই পড়া উচিত তা জানিয়ে ছোট ভাইকে একটি চিঠি লিখ।

কলেজ ছাত্রাবাস
মুন্সীগঞ্জ
১৫-৮-৯৬

পরম স্নেহের আলিফ,

আমার মন থেকে অনেক অনেক স্নেহ। কলেজে এসে তোমার কথা খুব মনে পড়ছে। কত না আনন্দে আমাদের গাঁয়ের বাড়ির দিনগুলো কেটেছে। তুমিও তো আগামীতে কলেজে ঢুকবে। তাই এই ছাড়াছাড়ি খুবই সাময়িক। তবুও বিচ্ছেদের বেদনাকে দূরে ঠেলে রাখা যায়নি।

কিন্তু একটা লাভ হয়েছে কলেজে এসে। কলেজ গ্রন্থাগারে বিস্তর বইয়ের মেলা। পাঠাগারে বসে পড়ো, চাই কি বাড়ি নিয়ে যাও—বই হয়ে উঠছে নিত্যসঙ্গী। আর তাতেই এক অফুরন্ত আনন্দের জগতে প্রবেশের সুযোগ পেলাম। তবে একটা বিষয় শিখলাম, বই বেছে পড়তে হবে। কারণ জীবনে সময় কম, বই বেশি।

তুমিও আমার পথ অনুসরণ করবে। বই বেছে পড়বে। সব বই পড়া যায় না, পড়ার যোগ্য নয়, পড়া উচিতও নয়। তোমার বয়স ও প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে বই নির্বাচন করতে হবে। এখন তোমার জীবন গঠনের সময়। তাই আদর্শ ব্যক্তির জীবনী পড়ে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই পড়ে জ্ঞানের পরিধি বাড়াও। আমরা নতুন শতকের জীবনে প্রায় এসে গেছি। নতুন শতাব্দীর উন্নত মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। ইংরেজি একবিংশ শতাব্দীর দ্বারদেশে এসে আগামী শতকে সম্ভাব্য অগ্রগতির কথা ভেবে তার প্রস্তুতি নিতে হবে। তোমার পড়ার বই নির্বাচনের বেলায় এসব দিক অবশ্যই ভাববে।

জীবনকে সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন ধর্মীয় বইয়ের। সুদৃঢ় চরিত্র, জীবনের মহান আদর্শ যেমন বই নির্বাচনের বেলায় বিবেচ্য, তেমনি আবশ্যক চিত্তবিনোদনের উপযোগী বই। জীবনকে উপভোগ্য করার জন্য দরকার সাহিত্য পাঠ। তবে সব ক্ষেত্রেই বই হতে হবে সুনির্বাচিত।

আজকে এখানেই শেষ করছি। তোমাদের সবার কুশল কামনা করি। মা-বাবাকে সালাম।

ইতি—
নিত্যশুভার্থী
আরিফ

খাম

	ডাকটিকিট
	প্রাপক ঃ
প্রেরক ঃ	আলিফ হাসান
আরিফ হাসান	বড়বাড়ি
মুন্সীগঞ্জ।	নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

পত্র ৯॥ পরীক্ষায় প্রথম হতে পারেনি বলে তোমার ছোট ভাই মনে দুঃখ পেয়েছে। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে নতুন উদ্যমে লেখাপড়া করার উপদেশ দিয়ে একখানি চিঠি লেখ।

গাজীপুর
২০-৮-৯৬

পরম স্নেহের চন্দন,

আমার অশেষ আদর নিয়ো।

তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি পরীক্ষায় প্রথম হতে পারনি বলে যে গভীর দুঃখের কথা লিখেছ, তা আমাকে অভিভূত করেছে। হ্যাঁ ভাই, আমিও বেদনাহত হয়েছি।

ভাইটি আমার, এমনিভাবে ভেঙে পড়বে তা কিন্তু আমি কখনই ভাবিনি। পরীক্ষায় প্রথম হতে পারনি, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হয়েছ এর জন্য দুঃখ করার কিছু নেই। জানি তুমি অনেক সাধনা করেছ। শ্রমদানে তোমার কখনও আলস্য দেখিনি। সেদিক থেকে আশাভঙ্গের বেদনা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু নিরাশ হলে ত চলবে না। জীবনের পথ এখানেই শেষ নয়। আরও অনেক দূর তোমাকে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে সাফল্যের মালা পরার যথার্থ গৌরব অবশ্যই অর্জন করতে হবে। সাধনার অসাধ্য কিছুই নেই। হয়ত কিছু ত্রুটি ছিল বলে প্রথম হতে পারনি। এবার আরও সচেতন হয়ে লেখাপড়া করতে হবে যাতে মনের আশা সবটুকু পূর্ণ হয়। দ্বিতীয় স্থান থেকে কি প্রথম স্থান অনেক দূরে। একটু সচেতনতা, একটু তৎপরতা, আরও খানিকটা উদ্যোগ তোমাকে অবশ্যই নিতে হবে সেই আকাঙ্ক্ষিত প্রথম স্থানটির জন্য। তোমার সাধনা তোমার জন্য আগামীতে যথার্থ গৌরব বয়ে আনবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। মনে রেখো, আশা না পূরণের জন্য বিন্দুমাত্র মন খারাপ করা ঠিক নয়। বাধা আসে কোন কিছু নতুন উদ্যমে শুরু করার জন্য। আর উদ্যমীরাই সফলকাম হয়।

শরীরের যত্ন নিও। সহপাঠীদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রেখো। বাড়িতে সবাই ভাল। আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে এখানেই শেষ করছি।

ইতি—
তোমার বড় বোন
শিউলি

	ডাকটিকিট
	প্রাপক ঃ
প্রেরক ঃ	চন্দন
শিউলি	দশম শ্রেণী
গাজীপুর	মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ
	টাঙ্গাইল।

পত্র ১০ ॥ তুমি আগামী পরীক্ষার জন্য কিভাবে প্রস্তুত হচ্ছ তা জানিয়ে তোমার পিতাকে একখানা চিঠি লেখ।

মির্জাপুর
৩০-৫-৯৬

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আমার অনেক অনেক সালাম জানবেন। আপনার স্নেহমাখা চিঠিটি যথাসময়েই পেয়েছি। পেয়ে সব খবর জেনে খুশি হলাম। আপনি উদ্বিগ্ন হয়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আমি এক কথায় আশ্বস্ত করতে চাই যে, এ ব্যাপারে আপনার চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। আমি নিজের ওপর যথেষ্ট আস্থাশীল এবং দায়িত্ব সম্পর্কেও আমি যথেষ্ট সচেতন।

তবু আমি আমার প্রস্তুতি সম্পর্কে আপনাকে কিছুটা জানাতে চাই। কোন ত্রুটি আপনার চোখে ধরা পড়লে সংশোধনের জন্য অবশ্যই লিখে পাঠাবেন। আমার পরীক্ষার আর মাত্র দু মাস বাকি আছে। ইতিমধ্যে আমাদের পাঠ্যসূচি পড়ানো শেষ হয়ে গেছে। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ কিছু প্রশ্ন বাছাই করে বোঝা কমানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমি ফাঁকি দিতে চাই না, আবার কোন ঝুঁকিও নিতে রাজি নই। সেজন্য পাঠ্য সবকিছুই আমি ভাল করে আয়ত্ত করেছি। উত্তরগুলো লিখে লিখে আরও বেশি দক্ষতার জন্য চেষ্টা করছি। এখনও সামনে মাস দুই সময় আছে। আমি এ সময়টুকু সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করব। আমাকে সবগুলো বিষয়ের ওপর সমান জোর দিতে হবে। আমি জানি যোগ্যতাই জীবনে প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। আর এই যোগ্যতা নিজেকেই অর্জন করতে হয়।

আপনি আমার সাফল্যের জন্য দোয়া করবেন। আমি ভাল আছি। মাকে সালাম দিবেন। ছোটদের আদর।

ইতি—
আপনার স্নেহের
আকিব

খাম

	ডাকটিকিট
	প্রাপক ঃ
প্রেরক ঃ	জনাব মাহমুদ হোসেন
আকিব	কলেজ রোড
মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ	টাঙ্গাইল।

পত্র ১১ ॥ শিক্ষামূলক সফরে যাবার জন্য কলেজে টাকা জমা দিতে হবে। টাকা পাঠানোর জন্য মায়ের কাছে একটি চিঠি লেখ।

ছাত্রীনিবাস
ইডেন কলেজ, ঢাকা
২-১১-৯৬

শ্রদ্ধেয়া মা,

আমার সালাম জানবেন। আপনার লেখা চিঠিতে বাড়ির খবর পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। আমার লেখাপড়ার অগ্রগতি সম্পর্কে আপনার উদ্বেগের কারণ বুঝতে পেরেছি। কিন্তু মা, আমি কি আমার দায়িত্ব সম্পর্কে কখনও অসচেতনতার পরিচয় দিয়েছি বলে আপনার ধারণা ?

আজকে একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে লিখতে হল। আমাদের কলেজের বার্ষিক শিক্ষা সফরের তালিকায় এবার আমি অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। প্রতি বছর একবার আমাদের ঐতিহ্যবাহী কলেজের নির্বাচিত এক দল ছাত্রী দেশের ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান সফর করে আসে। শিক্ষাকে বাস্তবানুসারী করার লক্ষ্যে এ ধরনের সফরের আয়োজন করা হয়। এবার আমরা কুমিল্লার ময়নামতি যাব বলে ঠিক করেছি। বৌদ্ধযুগের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ময়নামতি। বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আর মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের জন্য ময়নামতির খ্যাতি। আর সেখানে আছে পাহাড় যার বনানীর অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ। বাংলাদেশের সমৃদ্ধ অতীতের ইতিহাস আর ঐতিহ্যের অভিজ্ঞান আমাদের মনের সীমানা প্রসারিত করবে। আমাদের তিন দিনের এ সফর ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে।

এ ব্যাপারে আপনার অনুমতি প্রয়োজন। আর প্রয়োজন কিছু অর্থের। শ পাঁচেক টাকা হলেই চলবে। দয়া করে তাড়াতাড়ি টাকা পাঠাবেন। কদিনের মধ্যেই টাকা জমা দিতে হবে।

আমি ভাল আছি। লেখাপড়া যথানিয়মে চলছে। শ্রেণীমত সালাম ও দোয়া।

ইতি
আপনার আদরের
সাকী

খাম

ডাকটিকিট

প্রাপক ঃ
মা
প্রযত্নে রাকিব হাসান
ধামুরা
বরিশাল।

প্রেরক ঃ
সাকী
ইডেন কলেজ
ঢাকা

পত্র ১২ ॥ বন্ধুরা মিলে কোথাও বেড়াতে যাবে। এ সম্পর্কে মায়ের অনুমতি চেয়ে একটি চিঠি লিখ।

বরিশাল
১২-১২-৯৬

পরম শ্রদ্ধেয়া আম্মা,

আমার অসংখ্য সালাম জানবেন। বাড়ি থেকে এসে ছাত্রাবাসে লেখাপড়ার মাঝে মনোযোগ দিলেও বাড়ির সবার কথা বেশ মনে পড়ছে। আশা করি আপনারা সবাই কুশলে আছেন।

ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ আমাদের কলেজে শীতকালীন সংক্ষিপ্ত ছুটি হিসেবে বিবেচিত হবে। এই ছুটিটা শিক্ষামূলক সফরের মাধ্যমে উপভোগ করার জন্য আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বেড়াবার জায়গা হিসেবে ঐতিহাসিক ঐতিহ্যসমৃদ্ধ সোনারগাঁকে আমরা নির্বাচন করেছি। নদী-নালার বরিশাল ছেড়ে আমাদের বাইরে তেমন যাওয়া হয়নি। এবারের সুযোগে রাজধানী ঢাকার কাছেই সোনারগাঁ আমাদের ঐতিহাসিক স্থান দেখার আগ্রহ মিটাবে। সোনারগাঁয়ের সাথে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের এক গৌরবজনক অধ্যায়। একসময় রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁয়ের যে মর্যাদা ছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে নানান প্রত্নতাত্ত্বিক নমুনার মাধ্যমে। কালের আবর্তে তার অনেকটা এখনও টিকে আছে। তাছাড়া নতুন সোনারগাঁ গড়ে উঠছে লোকশিল্পের কেন্দ্র হিসেবে। ইতিহাস আর লোকশিল্পের সমন্বয়ে সোনারগাঁ আজ আমাদের কাছে পরম আকর্ষণীয়।

সোনারগাঁ দেখার এই অপূর্ব সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য আপনার অনুমতি চাইছি। আশা করি আপনার অনুমতি ফেরত ডাকেই পাব।

আমি ভাল আছি। আপনারা কেমন ?

ইতি—
আপনার স্নেহের
ইমন

খাম

	ডাকটিকিট
	প্রাপক ঃ
	মা
প্রেরক ঃ	প্রযত্নে জনাব রফিক চৌধুরী
ইমন	ঝালকাঠি সদর,
বরিশাল	ঝালকাঠি।

পত্র ১৩ ॥ প্রথম দিনের পরীক্ষা কেমন হয়েছে জানিয়ে মাকে একটি পত্র লেখ।

কুমিল্লা
১-৮-৯৬

মা আমার,

আমার সীমাহীন শ্রদ্ধা জানবেন। আশা করি সবাই কুশলে আছেন।

আজকে আমার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনের বিষয়ে আমি কতটুকু সফলতা লাভ করতে পেরেছি সে সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করতে চাই। আজকে আমার বাংলা আবশ্যিক বিষয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা ছিল। আপনি ত জানেন গত এস. এস. সি. পরীক্ষায় ভাল ফল করার পর আরও ভাল করার জন্য আমি কত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। আর পরীক্ষার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির জন্য আমি কতই না পরিশ্রম করেছি। পরম করুণাময়ের প্রতি আমার অফুরন্ত কৃতজ্ঞতা। আমি বাংলা বিষয়ে খুব ভাল পরীক্ষা দিয়েছি। আমি পরীক্ষার জন্য কিছু প্রশ্ন বাছাই করিনি। আগাগোড়া আমার ভাল পড়া ছিল। সেজন্য সব প্রশ্নের চমৎকার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ ও অন্যান্য অংশ ত আমার জন্য ছিল লোভনীয়। ব্যাকরণে পূর্ণ নম্বর না পেলে ভাল করা যায় না—একথা আমার জানা ছিল। ছাত্রীনিবাসে এসে বই ঘেঁটে দেখলাম আমার সব উত্তর সঠিক হয়েছে। বাংলায় লেটার নম্বরের দৃষ্টান্ত বিরল। কিন্তু আমি আমার দেওয়া পরীক্ষা বিবেচনা করে এ ব্যাপারে যদি আশান্বিত হই তবে ভুল করা হবে না, মা।

আমাকে এইচ. এস. সি. পরীক্ষায় ভাল করতেই হবে। সেজন্য সববিষয়েই আমি সমান গুরুত্ব দিয়েছি। আজকের তীব্র প্রতিযোগিতার দিনে কোন বিষয়কেই অবহেলা করা যায় না। বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা সাহিত্যকে তেমন গুরুত্ব দেয় না এমন অপবাদ আমি মানি না বলে বাংলা বিষয়ে আমার অনুরাগ কম ছিল না। আশা করি সে শ্রমের শুভ ফল আমি লাভ করব। আপনার দোয়া আমার পাথেয় হয়ে রইল।

ইতি—
পরম স্নেহের
মৌলি

খাম

ডাকটিকিট

প্রাপক ঃ
মা
প্রযত্নে জনাব মাহমুদ হোসেন
কলেজ রোড
লক্ষ্মীপুর।

প্রেরক ঃ
মৌলি
মহিলা কলেজ
কুমিল্লা।

পত্র ১৪ ॥ তোমার জীবনের লক্ষ্য কি তা জানিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

দিনাজপুর
২৫-৮-৯৬

প্রিয় পিয়াল,

বন্ধুবরেষু, তোমার ছোট্ট চিঠিটা যথাসময়ে আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। অনেক কথার মাঝে তুমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি জানতে চেয়েছ সে সম্পর্কেই আজকে তোমাকে লিখছি। তুমি জানতে চেয়েছ আমার জীবনের লক্ষ্য কী যার কাছে পৌঁছার জন্য আমার এত সাধনা।

জীবনের অবশ্যই একটা লক্ষ্য থাকা উচিত। কোথায় যাব অর্থাৎ কোন লক্ষ্যে জীবনের সাধনাকে পরিচালিত করব তা অবশ্যই আগে ঠিক করতে হয়। আমারও সে ধরনের একটা লক্ষ্য ঠিক করে জীবন পথে পাড়ি দিতে হচ্ছে। আমি ঠিক করেছি আমি একজন চিকিৎসক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলব। হ্যাঁ চিকিৎসক হওয়ার লক্ষ্য ঠিক করেই আমার সাধনা চলছে।

তুমি ত জান উচ্চ মাধ্যমিকের বর্তমান পর্যায়ে আমার পঠিত বিষয় বিজ্ঞান। জীববিজ্ঞান বিষয়টিকে নির্ধারণ করেছি ভবিষ্যতের কথা ভেবে। এস. এস. সি. পরীক্ষায় আমার যে সগৌরব সাফল্য তার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি এইচ. এস. সি.-র জন্য তৈরি হচ্ছি। এইচ. এস. সি.-তে যে নম্বর পাব তাতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় যে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভর্তি হওয়া কঠিন হবে না। ভর্তির পর নিরলস ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় ন্যূনতম সময়ে আমি এম. বি. বি. এস. লাভ করব। না, আমি চাকরির কথা ভাবছি না। ভাবছি বর্তমান বেকারত্বের যুগে আমি চাকরির পেছনে ধাবিত না হয়ে চিকিৎসকের পেশাকে গ্রহণ করব। নিজের স্বাধীন পেশার মাধ্যমে এখনও অর্থ আসতে পারে, সেই সাথে পরোপকারের মহান ব্রতে নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করা যাবে। স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন আর দুঃস্থ মানবতার সেবার দুর্লভ সুযোগ চিকিৎসা বিজ্ঞান পাঠের মধ্যে নিহিত। আমার জীবনে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন আর সাধনা সে কারণেই। এর জন্য প্রস্তুতি চলছে। আমি সফলকাম হব এমন দৃঢ় প্রত্যয় আমার আছে।

তোমাকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে এখানেই শেষ করছি। তোমার কুশল জানিয়ে খুশি করবে। ইতি—

তোমারই
তমাল

খাম

		ডাকটিকিট
	প্রাপক ঃ	
প্রেরক ঃ	পিয়াল চৌধুরী	
তমাল	প্রযত্নে আব্দুল হাই	
দিনাজপুর।	কলেজ রোড,	
	রংপুর।	

পত্র ১৫ ॥ তুমি পরীক্ষা পাশের পর চাকরির পরিবর্তে কেন কৃষিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে চাও তা জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

যশোর
২৫-০৮-৯৬

বন্ধুবর মুহিত,

আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেনো। তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। আরও খুশি হয়েছি তুমি আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা জানতে চেয়েছ বলে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর আমি কী করব তা তুমি জানতে চেয়েছ, সে প্রসঙ্গের অবতারণা করছি।

তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ আমাদের দেশে সব শিক্ষিত লোকই পরীক্ষা পাশের পর যে কোন রকম একটা চাকরিতে ঢুকতে পারলেই নিজেকে ধন্য মনে করে। জীবনে উচ্চাশা যাই থাকুক না কেন তার মাঠে মারা যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। আমি ভাবছি অন্য রকম। আমি কৃষিকাজকে জীবনের অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করতে চাই। আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশে অশিক্ষা, অসচ্ছলতা ইত্যাদি নিয়ে কৃষকেরা কেবল পরিশ্রমই করে যাচ্ছে। কৃষিক্ষেত থেকে সর্বোত্তম ফল লাভে বঞ্চিত থেকে দুর্বিষহ দরিদ্র জীবন যাপন করছে। আমি সেখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান নিয়ে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে একটা পরিবর্তন আনয়ন করে গাঁয়ে আদর্শ কৃষকের নমুনা দেখাতে পারব। আমার দাদার আমলের যে জমিগুলো আছে তা কেন্দ্র করে একটি কৃষি খামার গড়ে তোলার চেষ্টা করব। হাঁস, মুরগি, গবাদি পশু পালন, মাছের চাষ—এ সবকিছুই এ খামারে থাকবে। কৃষির ফলনের জন্য আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। উন্নত মানের বীজ, সার প্রয়োগ করে ফলন বৃদ্ধি করা যাবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে কৃষিকাজ থেকে যে আয় হবে তা যে কোন চাকরির চেয়ে লাভজনক বিবেচিত হতে পারবে। সর্বোপরি গাঁয়ে এ ধরনের কাজ অন্যদের উদ্দীপ্ত করবে। আশা করি তুমি আমার সাথে একমত হবে। আমি ভাল আছি।

ইতি—
তোমারই প্রীতিস্নিগ্ধ
খোকন

খাম

		ডাকটিকিট
	প্রাপক ঃ	
প্রেরক ঃ	মুহিত চৌধুরী	
খোকন	কলেজ রোড	
যশোর	ঝিনাইদহ।	

পত্র ১৬ ॥ বন্ধুর পিতৃবিয়োগে সান্ত্বনা জানিয়ে একখানি পত্র লেখ।

নারায়ণগঞ্জ
২৮-৮-৯৬

সহৃদয়েষু অয়ন,

আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও।

তোমার পিতৃবিয়োগের মর্মান্তিক বার্তাবাহী চিঠিটি পেয়ে আমি স্বজন হারানোর বেদনা অনুভব করছি। তোমার আব্বা যে এমন হঠাৎ করে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন তা ভাবতেই পারিনি। তবে মরণের হাত থেকে কারও রেহাই পাওয়ার কোন সুযোগ নেই—এ চিরন্তন সত্য। তাই ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া আর কী-ই বা করার আছে।

হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তোমার আব্বা মারা গেছেন। চরম দুঃখজনক এই ঘটনাটি তোমাদের সবাইকে বেদনাহত করেছে তাতে সন্দেহ নেই। একদিন সবারই যেতে হবে—জীবনের নিশ্চিত পরিণামের কথা বিবেচনা করে মানুষকে ধৈর্যশীল হতে হয়। এমন বিপদে ভেঙে পড়লে চলে না। কারণ জীবনকে ত এগিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। তবে পরিবারের বড় ছেলে হিসেবে তোমার ওপর দায়িত্বভার যে ভারী হবে তা সহজেই ধারণা করা যায়। তোমাদের ভাইবোনেরা এখনও শিক্ষার পর্ব শেষ করতে পারেনি। তাদের লেখাপড়া শেষ করে জীবনে দাঁড় করানোর গুরু দায়িত্ব তোমাকেই বহন করতে হবে। তোমার আব্বা যে সম্পত্তি রেখে গেছেন তাতে তোমাদের ভালই চলবে বলে আমার ধারণা। তবে খুব সচেতনভাবে তোমাকে চলতে হবে যাতে সবার প্রতি কর্তব্য পালন সম্ভব হয়। মার নির্দেশ যথাযথ পালন করে তুমি জীবনের এই সংকট কাটিয়ে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি তোমার মরহুম আব্বার রুহের মাগফেরাত কামনা করি এবং তোমাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে শোক সহ্য করার ক্ষমতা দানের জন্য পরম দয়াময়ের কাছে প্রার্থনা জানাই।

আমি ভাল। চিঠি লিখো।

ইতি—
তোমারই
তুহিন

খাম

ডাকটিকিট

প্রাপক ঃ
অয়ন
চৌধুরী নিবাস
নতুন সড়ক
নরসিংদী।

প্রেরক ঃ
তুহিন
নারায়ণগঞ্জ

পত্র ১৭ ॥ পরীক্ষার পর বন্ধুকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ গ্রামে অবস্থিত তোমার বাড়িতে বেড়াতে আসার অনুরোধ জানিয়ে একটি পত্র লেখ।

নয়াগাঁও, ময়মনসিংহ
১৫-৭-৯৬

সুজনেষু,

আবীর, তোমার চিঠি পেয়েছি। পরীক্ষার উত্তম প্রস্তুতির কথা জানতে পেরে খুশি লাগছে। আগামী পরীক্ষার সুফল তোমার জীবনকে আনন্দে ভরে তুলুক।

পরীক্ষা নিয়ে তোমার অপরিসীম ব্যস্ততা ত আছেই। তবে পরীক্ষার পর তোমার ত বিস্তর অবসর। কি করবে তখন ? এক কাজ কর না। পরীক্ষার খাটুনির জন্য পরিশ্রান্ত তোমার দেহমনকে চাঙা করার জন্য তুমি চলে এসো না আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে। হ্যাঁ, কিছুদিন বেড়িয়ে যাওয়ার জন্য। তোমার কাছে আমাদের গ্রামটি নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। পাখি-ডাকা ছায়া-ঢাকা আমাদের গ্রাম। গাঁয়ের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে শীর্ণ রূপালি নদী। প্রকৃতির সবুজের মাঝে তুমি নিজেকে হারিয়ে ফেলবে। সময় কাটবে ভাল। আমাদের উদয়ন যুব সংঘের বন্ধুদের কাছে তোমার কথা বলা হয়ে গেছে। শহরের কোলাহল থেকে দূরে, আমাদের গায়ে গাছপালায় ছেয়ে আছে, গাছের নিচ দিয়ে চলে গেছে পায়ে চলার পথ। ঘাসের ওপর দিয়ে ভোরবেলায় হাঁটলে শিশির তোমার পা ধুইয়ে দিবে। পাখির গানে মুখরিত প্রহরে তোমার মনে জমে উঠবে প্রকৃতির প্রতি নিবিড় ভালবাসা। নদীর পাড়ে বসে নৌকা চলাচল দেখে দেখে যখন তোমার চোখ শ্রান্ত হয়ে পড়বে তখন চোখে কাজল বুলিয়ে দেবে সূর্যাস্তের মায়াময় দৃশ্য। এখানকার প্রকৃতির সবকিছুই উপভোগ্য হবে তোমার কাছে। তাই তোমাকে অনুরোধ জানাচ্ছি তুমি এসেই দেখো না। কেমন শান্ত আর সুখকর আমাদের গাঁ। আন্তঃনগর ট্রেনে ময়মনসিংহ স্টেশনে নেমে পূর্বদিকে নয়াগাঁও—রিকশা বা বাসে পাঁচ মাইল। পীচঢালা পথ তোমাকে টেনে নিয়ে আসবে আমাদের গাঁয়ের প্রকৃতির কোলে। আজকে এখানেই শেষ করছি—তোমার পথ চেয়ে-চেয়ে।

ইতি—
তোমারই সুহৃদ
নিলয়

খাম

	ডাকটিকিট
	প্রাপক ঃ
প্রেরক ঃ	আবীর
নিলয়	চৌধুরী ভিলা
ময়মনসিংহ	রায়পুরা
	নরসিংদী।

পত্র ১৮ ॥ তোমার থানায় বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করে প্রবাসী বন্ধুকে একটি পত্র লিখ।

কালিগঞ্জ, গাজীপুর
২৫-৮-৯৬

প্রিয় অরুণ,

আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করো। তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। দেশ থেকে বছর তিনেক আগে তুমি সৌদি আরবে যে প্রবাস জীবন গ্রহণ করেছ, তাতে নিজের দেশের কথা তোমার মনে না থাকারই কথা। তবে বিদেশের বিত্ত তোমার দেশপ্রেমিক চিত্তকে যে বিভ্রান্ত করতে পারেনি তোমার চিঠিই তার সাক্ষ্য দেয়। তুমি গত তিন বছরে তোমার অবর্তমানে নিজ থানার কতটুকু উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তা জানতে চেয়েছ।

তুমি ত জানই গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ থানা এলাকায় বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। সাম্প্রতিককালে আরও কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে—যা জাতীয় অর্থনীতিতে কিছুটা অবদান রাখতে পারছে। তবে এলাকার বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধিত হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। সড়ক যোগাযোগের উন্নয়নের ফলে থানার প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে রাজধানীর সংযোগ সহজতর হয়েছে। এতে থানার কৃষিজীবী সম্প্রদায় তাদের পণ্যের ন্যায্য মূল্য লাভে সক্ষম হচ্ছে। থানায় হাঁস-মুরগি, পশু পালন, মাছের চাষ এসব ক্ষেত্রে বেশ কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে

এগুলি এলাকাবাসীকে সহায়তা করছে। যোগাযোগ সুবিধার জন্য গাঁয়ের মেয়েরা তৈরি পোশাক শিল্পে অংশগ্রহণের জন্য মহানগরীতে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

সাম্প্রতিক কালে থানার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়ায় এবং শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর সম্প্রসারণে প্রাথমিক শিক্ষায় নবচেতনার সঞ্চার হয়েছে। অন্যদিকে এই থানায় গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হওয়ায় সাক্ষরতার হার বাড়ছে। থানায় এখন বিভিন্ন সরকারী বিভাগের অফিস স্থাপিত হয়েছে। ফলে এখানকার লোকেরা জনসংখ্যা সমস্যা ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সাথে জড়িত হচ্ছে। কৃষি ক্ষেত্রে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। সেচ ব্যবস্থা, সার বিতরণ, উন্নত বীজ ইত্যাদি এখন কৃষকের কাছে সহজলভ্য হয়েছে। সব বিভাগের কিছু না কিছু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়ে এলাকায় এসেছে নবচেতনা। আজকে এখানেই ইতি।

তোমারই
বরুণ।

খাম

BY AIR MAIL

TO

FROM
BARUN
GAZIPUR
BANGLADESH

ARUN ISLAM
P. O. BOX 123
JEDDAH—11911
K. S. A.

পত্র ১৯ ॥ তোমাদের কলেজে তোমরা কিভাবে বিজয়োৎসব পালন করলে এবং এতে তোমার কিরূপ অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল তা জানিয়ে তোমার কোন প্রবাসী বন্ধুর নিকট একখানা পত্র লেখ।

লালমনিরহাট
২০-১২-৯৬

প্রিয় রানা,

আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিয়ো। অনেক দিন তোমাকে লিখছি না। মধ্যপ্রাচ্যের এক ছোট্ট শহরের প্রবাসজীবনে তুমি হয়ত দেশের কথা মনে করার সুযোগ পাওনা। অথচ আমরা সম্প্রতি বিজয়োৎসব পালনের মাধ্যমে জাতীয় গৌরবের যে ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলাম তা হয়ত তোমার অনুভবেই ছিল না। তাই আমাদের কলেজে বিজয়োৎসবের অনুষ্ঠান সম্পর্কে তোমাকে জানাতে চাই।

তুমি জান ষোলই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা লাভের এই গৌরবোজ্জ্বল দিনটি আমাদের সবার জীবনে অম্লান হয়ে আছে। ষোলই ডিসেম্বর সরকারী ছুটির দিন। তবে কলেজ ছুটি থাকলেও আমরা অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। কলেজের মাঠের কোণে গণকবরটিকে কেন্দ্র করে একটি ছোটখাট স্মৃতি- চিহ্ন গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে ফুল দিয়ে মোনাজাত করে শ্রদ্ধা জানানো ছিল আমাদের কর্মসূচির প্রধান দিক। এছাড়া শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছে স্মরণ সভা। এ উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার দানের ব্যবস্থাও ছিল। কলেজের এসব কর্মসূচিতে সবাই ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনার পরিচয় দিয়েছে।

আমি সকল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের চেষ্টা করেছি। এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমার মনে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চিত্রটি বাস্তব হয়ে ধরা দিয়েছে। যে বিপুল আত্মত্যাগের প্রেরণা নিয়ে জাতি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল তা আমি যথার্থই অনুধাবন করতে পারলাম। এসবের মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধ উপলব্ধি করে আমি অনুভব করলাম আমিও যেন একজন স্বাধীনতা সৈনিক। স্বাধীনতা অর্জনের যুদ্ধে আমার অংশ নেওয়ার সুযোগ ঘটেনি, কিন্তু স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষায় আমি আত্মোৎসর্গ করতে পারি। জাতির সেই মহান সত্যে আমি আজ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

আজকে এখানেই শেষ করছি। শুভেচ্ছান্তে—

তোমারই
রাকিব

খাম

BY AIR MAIL

TO

FROM
RAKIB
LALMANIRHAT
BANGLADESH

RANA NASIR
P. O. BOX 1205
BRUNEI—DARUSSALAM

পত্র ২০ ॥ দুর্ঘটনায় আহত বন্ধুকে সমবেদনা জ্ঞাপন করে একটি পত্র লেখ।

জামালপুর
২৫-৮-৯৬

প্রীতিভাজনেষু,

আমার অফুরন্ত প্রীতি আর আন্তরিক শুভেচ্ছা তোমার জন্য। তোমার কলেজের সামনে সড়ক দুর্ঘটনায় আহতদের তালিকার মধ্যে তোমার নাম দেখে আমি সীমাহীন উদ্বিগ্ন ও বেদনাহত হয়েছি। পত্রিকায় যে সংবাদ বেরিয়েছে তা থেকে জানা গেল যে, কলেজ ছুটির পর সবাই যখন দলবদ্ধভাবে গেটের বাইরে আসছিল তখন একটি বেপরোয়া ট্রাক এসে ফুটপাথে ওঠে যায় এবং অনেকে আহত হয়। আহতদের মধ্যে তুমিও ছিলে। তোমার বাসায় টেলিফোন করে জানলাম আজকে ছাড়া পেয়ে তুমি হাসপাতাল থেকে বাসায় আসবে।

তোমার হাসপাতাল অবস্থানটি খুবই কষ্টকর হয়েছে নিশ্চয়ই। তবু রক্ষা যে তোমার আঘাত খুব মারাত্মক ছিল না। তবে দুর্ঘটনা সব সময়ই ভয়াবহ হতে পারে। বেঁচে যাওয়াটাই দৈব ঘটনা। যা হোক, তেমন জটিল কিছু হয়নি বলে পরম করুণাময়ের প্রতি সীমাহীন কৃতজ্ঞতা।

আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের সব সময় সচেতন থাকতে হবে। তবে বেপরোয়া ট্রাক চলাচল অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। কলেজ চলাকালীন ট্রাক বিকল্প পথ ব্যবহার করতে পারে। অন্য সময় সীমিত গতিতে ট্রাকের চলাচল বাঞ্ছনীয়। আনাড়ি ও শিক্ষানবীশ চালকের হাতে যেন গাড়ি না যায় তা কর্তৃপক্ষের দেখতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে বলতে হবে।

তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠ এবং পড়াশুনায় মনোযোগ দাও—এই কামনা করছি। দুর্ঘটনা ভাগ্যের লিখন একথা মনে রেখে এবং অল্পে রক্ষা পেয়েছ বলে নিশ্চয়ই তুমি মহান কৃপাময়ের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করবে। তোমর দৃঢ় মনোবল কামনা করছি।

ইতি—
তোমারই
স্বপন

খাম

ডাকটিকিট

প্রাপক ঃ
গিয়াসউদ্দিন খান
গ্রাম ঃ চাওচা
থানা ঃ মোকসেদপুর
গোপালগঞ্জ।

প্রেরক ঃ
স্বপন
জামালপুর

পত্র ২১॥ তোমার কোন শিক্ষকের নিকট পড়াশুনার ব্যাপারে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে একটি চিঠি লেখ।

পটুয়াখালী
২৫.১.৯৬

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানবেন।

লেখাপড়ার বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে সাহায্যের প্রত্যাশা নিয়ে লিখছি। ধৃষ্টতা মার্জনীয় বিবেচিত হবে বলে আমার ধারণা। আপনার মত সুযোগ্য শিক্ষাগুরুর কাছে মাতৃভাষার পাঠ গ্রহণ করা যে কত লাভজনক আর গৌরবের তা আমি বিগত এক বছরের বেশি সময়ে আপনার সান্নিধ্যে থেকে যথার্থ অনুভব করতে পেরেছি। বাংলা মাতৃভাষা বলে তা খুবই সহজ মনে করে যে উপেক্ষা দেখিয়েছিলাম আপনার পাঠদানের মাধ্যমে আমার সেই ধারণার ভ্রান্তি অনুধাবন করতে পেরেছি এবং মাতৃভাষার প্রতি যে বিশেষ মনোযোগ প্রদানের প্রয়োজন ছিল তা আপনার কাছ থেকেই জেনেছি। আপনার পাঠদানে নিজের ভাষাকে জানতে পেরেছি, বাংলা সাহিত্যের রসের জগতে প্রবেশ করাও সম্ভব হয়েছে। সেজন্য আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

আপনার জ্ঞানের সোনার কাঠির পরশে আমার মনে ভাষা ও সাহিত্যের যে প্রীতি জেগে উঠেছে তাকে আমি আরও উদ্দীপ্ত করতে আগ্রহী। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আরও ব্যাপকভাবে জানা এবং তার সুবাদে আগামী পরীক্ষায় বিস্ময়কর কিছু ফল দেখানো এখন আমার সাধনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই অসাধ্য সাধনের ক্ষেত্রে আপনার উদার নির্দেশনা আমার কাম্য। আপনার কাছ থেকে বাংলা বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করা সম্ভব হলে আমার মনের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন সম্ভব বলে আমার ধারণা। পরীক্ষার আগের দুটি মাস আপনার আনুকূল্য পেলে বাংলা বিষয়ে আমি সর্বোত্তম ফল লাভে সক্ষম হব। বাংলা পড়াবার জন্য এ দু মাসে কিছু সময় আপনি আমাকে দান করলে মাতৃভাষা আমার জীবনে ও পরীক্ষায় পল্লবিত হয়ে উঠবে। আপনার নির্দেশনার ব্যাপারে অনুকূল মত পাব বলে আশা করে আছি।

আপনার গুণমুগ্ধ
আরিফ

খাম

ডাকটিকিট

প্রাপক ঃ
অধ্যাপক জাহিদ হোসেন
পটুয়াখালী কলেজ
পটুয়াখালী।

প্রেরক ঃ
আরিফ
পটুয়াখালী

পত্র ২২॥ কলেজে তোমার শেষ দিনের মনের অবস্থা বর্ণনা করে বন্ধুর নিকট একটি চিঠি লেখ।

গৌরনদী কলেজ
১-৮-৯৬

প্রীতিভাজনেষু,

তোমার জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

অনেকদিন পর তোমার চিঠি পেলাম। পরীক্ষায় আমার সাফল্যের কামনায় তুমি যে কথাগুলো লিখেছ তা আমাকে আরও উৎসাহিত করেছে। কলেজের শেষ দিনটিতে মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল তা তুমি জানতে চেয়েছ।

সব বিদায়ই বেদনার। কলেজের বিদায়ের দিনটিও আমার কাছে বেদনাবহ স্মৃতি হয়ে আছে। সেই বিদায়ের দিনটিই আমার কলেজ জীবনের শেষ দিন ছিল।

পাঠ্যসূচির পড়া তখন শেষ হয়ে গেছে। নির্বাচনী পরীক্ষাও শেষ হল। পরীক্ষার ফরম পূরণ করার পর আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হল। তখনই উপলব্ধি করলাম আমাদের এ কলেজের জীবন সত্যি সত্যিই শেষ হয়ে এসেছে।

সেদিনটির কথা বেশ উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমরা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা কলেজ মিলনায়তনের এক অংশে বসে আছি। সবার গলায় ফুলের মালা। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মন বেদনায় ভারাক্রান্ত। ছাত্রসংসদের সম্পাদক সূচনা ভাষণ দিলেন! নিচের ক্লাসের ছাত্রদের কেউ কেউ বক্তব্য রাখল। অনেকে আমাদের প্রতি তাদের প্রত্যাশা ব্যক্ত করল। দুজন অধ্যাপকও বক্তব্য রাখলেন। ক্লাসের শ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসেবে আমাকে বক্তব্য রাখার নির্দেশ দিলেন মাননীয় অধ্যক্ষ। হায়রে কপাল। তাঁর সব আদেশই পালন করেছি। কিন্তু এই শেষ আদেশটি পালন করা গেল না—চোখের পানিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালাম। বেদনার ভারে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। সভাপতির ভাষণে সবশেষে বক্তব্য রাখলেন আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যক্ষ। তিনি আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে চলার পথে পাথেয় সম্পর্কে কিছু কথা বললেন। আমরা বিমুগ্ধ শ্রোতার ভূমিকা পালন করলাম। শেষ দিনটিতেও যে আমাদের অনেক জানার ছিল তা বক্তব্য থেকে বোঝা গেল। সব শেষে আমাদের প্রত্যেককে একটি করে বই উপহার দেওয়া হল। এরপর সঙ্গীতানুষ্ঠান। বিদায়ের গানে বেদনাবিধুর হল আমাদের কলেজ জীবনের শেষ দিনের মুহূর্তগুলো। এ স্মৃতি বহুদিন মনের নিভৃতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে—আমাদের স্মৃতি নিয়ে, বেদনার ভার নিয়ে। আজকে এখানেই শেষ করছি।

ইতি—
তোমার প্রীতিমুগ্ধ
আসলাম

খাম

	ডাকটিকিট
	প্রাপক ঃ
প্রেরক ঃ	মুনীর চৌধুরী
আসলাম	কলেজ রোড
গৌরনদী।	বরিশাল।

পত্র ২৩ ॥ কলেজের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সপ্তাহের বর্ণনা দিয়ে তোমার বন্ধুর নিকট একটি পত্র লেখ।

গাইবান্ধা
২২-১-৯৬

প্রিয় রুবাই,

আমার অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। তুমি তোমার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় যে সাফল্য অর্জন করেছ তার জন্য রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন। তুমি আমাদের কলেজের কার্যক্রম জানতে চেয়েছ। তার কিছুটা বিবরণ তোমার জন্য লিখছি।

এবার আমাদের কলেজে সাহিত্য ও সংস্কৃতি সপ্তাহ উদযাপনের মাধ্যমে বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এক সপ্তাহ জুড়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সারা কলেজের বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে নিজেদের মেধার পরিচয় দিয়েছে। এবার প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিচিত্র বিষয়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী যাতে অংশ গ্রহণ করতে পারে সেজন্য যেসব বিষয় নির্বাচন করা হয়েছিল সেগুলো হল ঃ কেরাত, হামদ-নাত, কবিতা আবৃত্তি, গদ্য পাঠ, পুঁথি পাঠ, নির্ধারিত বক্তৃতা, উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক, ধারাবাহিক গল্প বলা, হাসির গল্প বলা, কৌতুক, অভিনয়, বৃন্দ আবৃত্তি, স্বরচিত কবিতা, স্বরচিত গল্প, প্রবন্ধ রচনা, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি, আধুনিক গান, পল্লীগীতি, দেশাত্মবোধক গান, যন্ত্রসংগীত, ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্য, লোক নৃত্য। এসব বিষয়ে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য সারা সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়েছিল। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। বই ছিল পুরস্কার, সেই সাথে একটি সনদপত্র। সর্বাধিক পুরস্কার অর্জনের গৌরব লাভ করেছিল দ্বাদশ শ্রেণীর কৃতী ছাত্রী নাসিমা সুলতানা।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি সপ্তাহের প্রথম দিনের উদ্বোধন করেন কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ। কর্মসূচির তত্ত্বাবধানে ছিলেন বাংলা বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক। সপ্তাহের শেষ দিনে ছিল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। অনুষ্ঠানের শেষাংশে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঘন্টা খানেকের জন্য অতিথিদের বিমুগ্ধ করেছিল। একটি পরিচ্ছন্ন অনুষ্ঠানের স্মৃতি আমাদের মনে বহুদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আজকে এ পর্যন্ত। শুভেচ্ছান্তে—

তোমারই
শফিক

খাম

ডাকটিকিট

প্রাপক ঃ
রুবাই
কলেজ রোড
বরিশাল।

প্রেরক ঃ
শফিক
গাইবান্ধা

পত্র ২৪ ॥ তোমার জীবনের একটি আনন্দঘন দিনের বর্ণনা দিয়ে তোমার প্রবাসী বন্ধুর নিকট একটি পত্র লেখ।

ইডেন কলেজ, ঢাকা
২১-৯-৯৬

সুহৃদয়াষু,

রুমানা, তোর চিঠি পেয়েছি। বাবা-মায়ের কর্মস্থল সৌদী আরবের রাজধানী রিয়াদে তোর কেমন লাগছে জানি না, আমি কিন্তু তোর কথা সব সময়ই মনে করছি। স্কুল জীবন শেষে যখন কলেজে এলাম তখনই তুই পাড়ি জমালি বিদেশে। পুরানো বন্ধুদের নিয়ে আমাদের আনন্দমুখর দিনের কথা তোকে লিখতে চাই। অন্তত একটি আনন্দঘন দিনের কথা তোর মনে প্রভাব বিস্তার করবে এবং তাতে দেশের কথা তুই ভাববি—সে কারণেই লিখছি।

দিনটি আমার জীবনে এক অফুরন্ত আনন্দের সম্ভার নিয়ে এসেছিল। সেদিনটি আমাদের 'কলেজ দিবস'। বছরের শুরুতেই ক্লাস আরম্ভ করার কদিনের মধ্যেই আমাদের কলেজের নতুন-পুরোনো সবাই মিলে 'কলেজ দিবস' উদযাপনের মাধ্যমে নিজেদের বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় দেয়, আর সেই অনাবিল আনন্দে মেতে ওঠে সবাই। সারাদিন ধরে এই কর্মসূচিতে থাকে বিচিত্র ধরনের কার্যক্রম। বিভিন্ন পর্বে ভাগ করে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্বোধনী পর্বে মাননীয়া অধ্যক্ষা অধ্যাপিকাদের নিয়ে স্বাগত জানালেন নবাগত ছাত্রীদের। পরের পর্বে ছিল পরিচিতি। এস. এস. সি. পরীক্ষায় যারা মেধা তালিকায় স্থান পেয়ে আমাদের কলেজে ভর্তি হয়েছে তারা একে একে নিজেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরে। এই দলে আমিও ছিলাম। কি অপরিসীম আনন্দে আমার হৃদয়মন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল তা লিখে বলা যায় না। তার পরের পর্বে ছিল মেধার পরিচয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কার কি দক্ষতা আছে তা প্রকাশ করার আহবান জানালেন মাননীয়া অধ্যক্ষা। ছাত্রীরা যে কত বিচিত্র প্রতিভার অধিকারিণী তা এই অনুষ্ঠান থেকে জানা গেল। সবার অংশগ্রহণ উৎকৃষ্ট হয়েছে তা আমি বলি না, কিন্তু গুণবিচারের মাপকাঠিতে অনেকেই যে কৃতিত্বের অধিকারী তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। গানে গানে, সুরের মূর্চ্ছনায় অভিভূত হল সবার মন। কত রকম গান, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতি, আধুনিক গান, পল্লীগীতি, দেশাত্মবোধক গান, জারী গান ইত্যাদি। কেউ শোনাল কবিতা, নিজের লেখা আর বিখ্যাত কবির কবিতার চমৎকার আবৃত্তি—কানে লেগে থাকার মত। কৌতুক আর হাসির গল্প ছিল অনুষ্ঠানের প্রাণ। একক অভিনয়েও মাতিয়ে রাখল কেউ কেউ। প্রায় সারাটা দিন এসব অনুষ্ঠানে ছিল ঠাসা। কোন কোনটিতে আমি অংশগ্রহণ করেছি। গানে আমার যৎকিঞ্চিৎ দক্ষতার কথা তোর ত জানাই আছে। অনুষ্ঠানমালা ছিল সুশৃঙ্খল। কলেজের অধ্যাপিকাগণও নানাভাবে অংশগ্রহণ করলেন। এই আনন্দমুখর দিনটির কথা আমার অনেকদিন মনে থাকবে আর লেখাপড়ায় প্রেরণার উৎস হয়ে রইবে। আজ এখানেই শেষ করছি। ইতি—

একান্ত তোরই
আফসানা

BY AIR MAIL		STAMP
	TO	
FROM		RUMANA AHMED
AFSANA		C/O JANAB M. AHMED
DHAKA		P.O. BOX-1234.
BANGLADESH		RIYAD-III. K. S. A.

পত্র ২৫ ॥ তোমাদের কলেজে একুশে ফেব্রুয়ারি কিভাবে উদযাপন করেছ তা জানিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

ঝিনাইদহ
২৫-২-৯৬

সুহৃদয়েষু,

তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। একুশ আমাদের জাতীয় জীবনে একটি চেতনা। আর সে সম্পর্কে জানার জন্য তুমি আগ্রহ ব্যক্ত করেছ। আমাদের কলেজে একুশে ফেব্রুয়ারি কিভাবে উদযাপিত হল সে কথাই তোমাকে জানাতে চাই।

জাতীয় জীবনে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি যে চেতনার সঞ্চার করে তার ঢেউ এসে আমাদের কলেজকেও মাতিয়ে তোলে। তাই প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল বেশ আগে থেকেই। দিবসটির উদযাপন যাতে স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সেজন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ সচেতন ছিল। সাকুল্য অনুষ্ঠানটি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিল কলেজ ছাত্র সংসদের ওপর। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকগণ উদারভাবে সহযোগিতা প্রদর্শন করেছেন।

একুশে ফেব্রুয়ারি ছুটির দিন থাকায় আমরা অনুষ্ঠানমালা সুবিধা অনুসারে সাজিয়ে ফেলেছিলাম। ভোরে সূর্য ওঠার সাথে সাথে কলেজের শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি। শহর থেকে ছাত্রছাত্রীরা সেই কাক ডাকা ভোরে খালি পায়ে এল শহীদ মিনারে ভাষাশহীদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। গলায় তাদের সেই অমর সংগীত ঃ 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি।' শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিল শহরের ছোটবড়, নারীপুরুষ—অগণিত।

পুষ্পাঞ্জলি নিবেদনের পর সকাল আটটায় শুরু হল একুশে উপলক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মাননীয় অধ্যক্ষের সভাপতিত্বে শহীদ মিনারের পাদদেশে সবুজ ঘাসের গালিচায় শুরু হল আলোচনা। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকগণের অনেকে একুশের তাৎপর্যের ওপর বললেন, বললেন জাতীয় জীবনে একুশের প্রভাব সম্পর্কে। ছাত্রনেতাদেরও কিছু বক্তব্য সবার কাছে সমাদৃত হল। কলেজের কৃতি ছাত্রছাত্রীদের অনেকে অধ্যক্ষের আহ্বানে বক্তব্য রাখলেন। আলোচনার পর পুরস্কার বিতরণ করা হল। একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে আয়োজিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতার প্রতিযোগিতার ফলাফলের ভিত্তিতে এই পুরস্কার।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ছিল সংগীতানুষ্ঠান। একুশের গান, দেশাত্মবোধক গান ও গণসঙ্গীতের মূর্ছনায় অভিভূত হল অগণিত দর্শক-শ্রোতার বেদনাবিধুর মন। সবশেষে সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটল অনুষ্ঠানমালার। অমর একুশের বেদনার সুরের অনুরণন নিয়ে সবাই ঘরে ফিরলাম। দিবসটি এভাবেই আমরা উদযাপন করলাম। আজকে এখানেই শেষ করছি। শুভেচ্ছান্তে—

তোমারই
রঞ্জন।

খাম

ডাকটিকিট

প্রাপক ঃ
মোঃ আরাফাত খান
গ্রাম ও ডাকঘর ঃ চাওচা
মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ।

প্রেরক ঃ
রঞ্জন
ঝিনাইদহ

পত্র ২৬ ॥ একুশের বইমেলা সম্পর্কে প্রবাসী বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

ঢাকা
১-৩-৯৬

প্রিয় স্বপন,

তোমার জন্য আমার অসংখ্য আন্তরিক প্রীতি ও অফুরন্ত শুভেচ্ছা। দেশ থেকে বছর তিনেক আগে বাইরে গিয়েছ। ইতিমধ্যে দেশের অনেক কিছু বদলেছে। সব খবর তোমার কাছে হয়ত যায়নি। আমি একুশের বইমেলার বর্তমান অবস্থাটা তোমার কাছে তুলে ধরতে চাই। মনের চোখ দিয়ে দেখতে তোমার ভালই লাগবে।

এ বছর একুশের বইমেলা যথারীতি জাতীয় মননের প্রতীক বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গনে আয়োজিত হয়েছিল। তবে তার সীমানা আর অবয়ব আগের সকল বৈশিষ্ট্য ছাড়িয়ে গেছে বলে তা ছিল অনন্য। সামনের কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ—পুরোনো হাইকোর্ট থেকে শাহবাগের মোড় পর্যন্ত ছড়ানো এলাকায় হাজারেরও বেশি বইয়ের দোকানের সাথে রকমারি জিনিসের বেসাতি সাজিয়েছিল উৎসাহী লোকেরা। এর মধ্যে লোকশিল্পের সমারোহই ছিল বেশি।

তবে দোকানের সংখ্যাটাই বড় কথা নয়—যে দিকটি বড় হয়ে উঠেছিল তা হল জনতার ঢল। প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত অগণিত মানুষের পদচারণায় মুখরিত হল মেলার সুবিশাল অঙ্গন। সবাই যে বই কিনতে আসে এমন নয়, অনেকে আসে বই দেখতে, নতুন বইয়ের খোঁজ নিতে। কবি-সাহিত্যিকগণ আসেন পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ নিতে। কেউ আসেন ভক্তদের সাক্ষাৎ দিতে। কেউ কেউ এমনিতেই ঘুরে বেড়ায়। তবে বইয়ের ক্রেতার সংখ্যাও কম নয়। অনেকের হাতে বইয়ের প্যাকেট।

বই মেলার আকর্ষণ শুধু বই নয়। আছে অনেক কিছুই। বাংলা একাডেমী পয়লা থেকে একুশে পর্যন্ত বক্তৃতামালা আর আলোচনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিল। বাংলা একাডেমী পুরস্কার বিতরণীর অনুষ্ঠানও হয়েছিল। সঙ্গীতানুষ্ঠান আর নাট্যানুষ্ঠান ছিল প্রত্যেক সন্ধ্যার নিয়মিত কর্মসূচি। গানের বৈচিত্র্য অগণিত দর্শক-শ্রোতার মনে দাগ কেটে আছে। বইমেলার এসব অনুষ্ঠান ও আলোচনার মাধ্যমে সাহিত্য আর সংস্কৃতির সাথে পরিচয় লাভে সমাগত জনতা আনন্দিত হয়েছে, অভিভূত হয়েছে। তবে বই কিনে বা বই দেখে নিজস্ব সাহিত্যের সাথে যে পরিচিতি ঘটেছে তা জীবনে তাৎপর্য সৃষ্টিকারী বলে বিবেচিত হতে পারে। নতুন বই প্রকাশের প্রেরণা দেয় একুশের বই মেলা।

একুশের বই মেলায় আনন্দ আছে। কিন্তু এতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আছে জাতীয় জীবনে স্বদেশপ্রেমের চেতনা সৃষ্টিতে। দেশের প্রতি, ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ভালবাসার যে প্রকাশ বইমেলায় তা আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য বিশেষ তাৎপর্যের দাবিদার। এই হাওয়া অক্ষুণ্ন থাকুক।

আজকে এ পর্যন্তই। আবারও প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ইতি—
তোমারই
তপন

BY AIR MAIL	টিকিট
	TO
FROM	SWAPAN
TAPAN	C/O. AL-AMIN TRADERS
DHAKA	P.O. BOX.-1403
BANGLADESH	RIYAD-III. K. S. A.

পত্র ২৭ ॥ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী বন্ধুকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি চিঠি লেখ।

পরম প্রীতিভাজনেষু,

বিগত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের মেধা তালিকায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করার বিস্ময়কর গৌরব অর্জন করার জন্য তোমাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

অবিচল নিষ্ঠা, সীমাহীন পাঠানুরাগ ও নিরলস সাধনার মাধ্যমে তুমি যে অপরিসীম গৌরব অর্জন করেছ তার জন্য আমি গর্বিত। তোমার এই কৃতিত্ব নিরবচ্ছিন্ন সাধনারই সুফল।

তোমার এই সাফল্য তোমার জীবনকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পর্যায়ে উন্নীত করুক এবং তা দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনুক।

তোমাকে আবারও অভিনন্দন।

ঢাকা
১-১২-৯৬

তোমারই গুণমুগ্ধ
রায়হান

খাম

	ডাকটিকিট
	প্রাপক ঃ
প্রেরক ঃ	মাসুদ মাহমুদ
রায়হান	ধানমণ্ডি
ঢাকা।	ঢাকা।

পত্র ২৮ ॥ হোস্টেল জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তোমার বড় ভাইয়ের নিকট একটি চিঠি লেখ।

কলেজ ছাত্রাবাস,
বাগেরহাট
১০-১২-৯৬

শ্রদ্ধেয় বড় ভাই,

আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সালাম জানবেন।

কলেজ জীবনের শুরুতে ছাত্রাবাসে বসবাসের প্রেক্ষিতে আপনার উপদেশপূর্ণ চিঠিটা আমাকে অফুরন্ত প্রেরণা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমি আমার ছাত্রাবাস জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কিছুটা অবহিত করতে চাই।

সরকারী কলেজের ছাত্রাবাস বলে এখানে বেশ নিয়ম-শৃঙ্খলা মানার মাধ্যমে আমরা পঞ্চাশ জন ছাত্র বসবাস করছি। অর্ধেক ছাত্র একাদশ শ্রেণীর এবং বাকিটা দ্বাদশ শ্রেণীর। বিভিন্ন বিভাগের ছাত্ররা এখানে থাকে। প্রত্যেক কক্ষে চার জনের থাকার ব্যবস্থা আছে। ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক ভবনের এক অংশে বসবাস করে বলে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিভাবকত্বের সুযোগ পাচ্ছি। এখানে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ বিদ্যমান।

তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে ছাত্রদের আচরণ। কেউ সন্ধ্যায় ঘুমোয়, শেষ রাত্রে জেগে ওঠে পড়তে বসে। কেউ নীরবে পড়ে, কারও মুখে শুনি গুনগুন।

অনেকের মুখে সমস্যার কথা লেগেই আছে। অথচ বিভিন্ন পরিবার থেকে একই সুবিধাভোগী এখানে একত্রিত হয়েছে এমন মনে করা অনুচিত। খাবার টেবিলে ঘটে সবচেয়ে বেশি বিপর্যয়। যেদিন মাছ থাকে সেদিন মাংসের জন্য হৈ চৈ আর যেদিন মাংস সেদিন দাবি ওঠে মাছের। বাবুর্চি এ ব্যাপারে বেশ পাকা। সবার দাবিই সে মেনে নেয়। কিন্তু অবস্থার আর পরিবর্তন হয় না। মাঝে মাঝে তত্ত্বাবধায়ক পরিদর্শনে বের হন। তখন সবাই সুবোধ ছাত্র। ছাত্রাবাসে গল্পগুজব চলে, চলে রাজনৈতিক আলোচনা। তবে সব প্রতিকূল অবস্থা পাশ কাটিয়ে আমি পড়াশুনায় মগ্ন হয়ে থাকার চেষ্টা করি। দোয়া করবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের
নয়ন

খাম

ডাকটিকিট

প্রেরক ঃ
নয়ন
কলেজ ছাত্রাবাস
বাগেরহাট।

প্রাপক ঃ
মাসুদ মাহমুদ
ধানমণ্ডি
ঢাকা।

পত্র ২৯ ॥ নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে তোমার মতামত জানিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে একখানি পত্র লেখ।

সিলেট
২৫-১-৯৬

প্রিয় রবিন,

আমার হৃদয় নিংড়ানো প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। অনেক দিন পরে তোমার চিঠি পেলাম। সুন্দর চিঠির জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

তুমি আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতির নতুন পরিবর্তনের ব্যাপারটি জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছ। সে ব্যাপারেই তোমাকে আজকে লিখছি। সম্প্রতি যে এস. এস. সি. পরীক্ষাটা পাশ করে এলাম সে সম্পর্কে তোমার কিছুটা ধারণা হয়ত আছে। পরীক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগী করার লক্ষ্যে নিবিড় পাঠ গ্রহণের উদ্দেশ্যে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যেক বিষয়ে রচনামূলক প্রশ্নে অর্ধেক আর নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ে থাকবে অর্ধেক নম্বর। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের পঞ্চাশ নম্বরের জন্য পঞ্চাশটি প্রশ্ন। তার সময় পঞ্চাশ মিনিট। এতে সুবিধা ছিল রচনামূলক বা নৈর্ব্যক্তিক যে কোন অংশে পাশ করলেই হল। পরীক্ষার্থীরা নৈর্ব্যক্তিকের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ায় বিষয়জ্ঞানে যে ত্রুটি ধরা পড়েছে তা কারও অভিপ্রেত নয়। কর্তৃপক্ষ সমস্যাটি তলিয়ে দেখেছেন এবং ১৯৯৬ সাল থেকে পদ্ধতি পরিবর্তন করে রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক উভয় ক্ষেত্রেই আলাদাভাবে পাশ করতে হবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমার মনে হয় এই পরিবর্তনটি যথার্থই অর্থবহ হয়েছে এবং ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে সহায়ক হবে। পরীক্ষার ফলাফল তৈরির জন্য সম্প্রতি কম্পিউটার ব্যবস্থার সহায়তা

নেওয়া হচ্ছে। এতে আমরা সহজে ফলাফল পাচ্ছি। নতুন পদ্ধতির সুফলের জন্য আমাদের কিছুটা অপেক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি। আজকে এখানেই শেষ করছি।

শুভেচ্ছান্তে—
তোমারই
আয়ন

BY AIR MAIL	টিকিট
	TO
FROM	RABIN
AYON	C/O. MAMUN
SYLHET	P.O. BOX-4567
BANGLADESH	KUWAIT—111

পত্র ৩০ ॥ তোমার ছোট ভাই বা বোনকে পড়াশুনা সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে একটি চিঠি লিখ।

খুলনা
১০-১০-৯৬

প্রাণাধিক রাহাত,

আমার সীমাহীন আদর আর স্নেহ নিও। বাড়ি থেকে কলেজে চলে আসার পর তোমার চিঠি পেলাম গতকাল। তোমাকে ছেড়ে আসায় তুমি পড়াশোনায় আর আমার নির্দেশনা ও সহায়তা পাচ্ছ না বলে বেদনাহত হয়ে আছ। কিন্তু মনে রেখো আপন বলই বড় বল। সাফল্য আনতে হয় নিজের চেষ্টায়।

তোমাকে এ প্রসঙ্গে কয়টি কথা বলি। লেখাপড়ায় ভাল করার সবচেয়ে উত্তম উপায় হল মনোযোগী হওয়া। যা পড়বে মনোযোগ দিয়ে পড়বে। মনে গেঁথে পড়বে। মনে রাখতে হবে জীবনে সময় কম, পড়া বেশি। তোমার ক্লাসের পড়ার দিকে বেশি দৃষ্টি দিতে হবে। জীবনে ভাল ফলাফলের জন্য ভালভাবে পড়তে হবে। প্রত্যেক বিষয়ে একাধিক ভাল বইয়ের সহায়তা নিবে। কয়েকটি বই মিলিয়ে প্রশ্নের উত্তর তৈরি করে পড়বে। বইয়ের সব বিষয় বুঝে বুঝে পড়বে। না বুঝে মুখস্থ করার কোনও যৌক্তিকতা নেই। স্বাধীনভাবে লেখার ক্ষমতা অর্জন করার মত তোমায় পড়তে হবে। সুযোগ পেলে ক্লাসের অন্যদের সাথে আলোচনা করবে। প্রয়োজনবোধে বিষয়-শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে বুঝে নিবে। জ্ঞানের কোনও বিকল্প নেই। তাই সেখানে যেন ফাঁকি না থাকে।

পাঠ্যবইয়ের বাইরে সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই পড়া দরকার। এসব বই পড়ার বেলায় অবশ্যই নির্বাচিত হতে হবে। আর পাঠ্য বিষয়ে সময় ব্যয় করার পর যে অবসর সময় থাকবে সেটাকে কাজে লাগাতে হবে এসব বই পড়ে। আমার উপদেশ মত তুমি তোমার পাঠ পরিকল্পনা করবে বলে আশা রাখি।

আমার অফুরন্ত দোয়া নিও।

ইতি—
নিত্য শুভার্থী
রওশন

খাম

	ডাকটিকিট
	প্রাপক ঃ
	রাহাত
প্রেরক ঃ	প্রযত্নে মামুন চৌধুরী
রওশন	কলেজ রোড
খুলনা।	যশোর।

পত্র ৩১ ॥ তোমার অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যার ফলে ক্ষয়ক্ষতির বর্ণনা দিয়ে প্রবাসী বন্ধুর কাছে একটি পত্র লেখ।

সিলেট
১২-৪-৯৬

প্রিয় রাতুল,

প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল।

আশা করি কুশলেই আছ। অনেক দিন তোমার চিঠি পাচ্ছি না। তোমার কাছে লেখার জন্য মনের তাগিদ বোধ করছি। দেশে ভয়াবহ বন্যা হয়ে গেছে। সে খবরও তোমার জানা দরকার। তাই লিখছি।

বর্ষা আসতে এখনও অনেক দেরি। কিন্তু সিলেট এলাকায় অকালে যে বন্যার সৃষ্টি হয় তা তুমিও জান। এবারেও তাই হয়েছে। হঠাৎ সেদিন প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। আকস্মিক বর্ষণে নদী-নালার পানি উপচে পড়ল। এর সাথে যোগ দিল পাহাড়ী ঢল। সীমান্তের ওপারে ভারতীয় পাহাড়ী এলাকা অবস্থিত। সেখানে বর্ষণ হলে ঢলের আকারে পানি প্রবাহিত হয় নিচের দিকে। ফলে বৃহত্তর সিলেট এলাকায় বন্যার তাণ্ডব লীলা শুরু হয়েছে। আকস্মিক বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে উঠতি ফসলের। ফসল মাড়ানোর আর দেরি ছিল না। বিস্তীর্ণ এলাকার ফসল ডুবে গেছে, কোথাও স্রোতের টানে পাকা ফসল ভেসে গেছে। এলাকার চাষীদের ঘরে ঘরে হাহাকার। শুধু ধানই নয়, অন্যান্য ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

বন্যার ফলে অগণিত লোক গৃহহীন হয়েছে। শতকরা নব্বই ভাগ কাঁচা ঘরবাড়ি বন্যার স্রোতে ভেসে গেছে। মানুষ আশ্রয়হীন, খোলা আকাশের নিচে কাল কাটাচ্ছে। ইতিমধ্যে সরকার কিছু ত্রাণকেন্দ্র স্থাপন করেছে। পানিবন্দী মানুষকে উদ্ধার করে সেসব কেন্দ্রে সাময়িক আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থার। বহু পুল ভেঙে গেছে, স্রোতের টানে ভেসে গেছে অনেক কালভার্ট। অনেক জায়গায় বেড়ি বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় সমগ্র এলাকা পানিতে তলিয়ে গেছে। গবাদি পশুর ক্ষতি হয়েছে অনেক। বন্যার পরিণতি হিসেবে দুর্ভিক্ষ আর মহামারী সৃষ্টি হয়ে জনজীবনকে ভয়াবহ অবস্থায় ঠেলে দেয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বৃহত্তর সিলেটবাসীর আর্তনাদে আজ সারা জাতি বেদনাহত। সরকারের একার পক্ষে এই দুর্যোগ মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছে না।

আজকে এখানেই শেষ করছি। খোদা হাফেজ।

ইতি—
তোমারই
সজীব।

BY AIR MAIL	টিকিট
	TO
FROM	RATUL
SAJIB	C/O. ZAMAN KHAN
SYLHET	P.O. BOX-7890
BANGLADESH	DUBAI-0900

পত্র ৩২ ॥ নিরক্ষরকে পাঠদানের অভিজ্ঞতা জানিয়ে তোমার পিতার নিকট একটি পত্র লেখ।

সুনামগঞ্জ
২০.১২.৯৬

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আমার সালাম জানবেন। আশা করছি, আপনারা সবাই ভাল আছেন। আমাদের দেশে সাক্ষরতার হার বাড়ানোর ব্যাপারে আপনার আগ্রহের শেষ নেই। এ ব্যাপারে আমরা আমাদের কলেজে কতটুকু কাজ করছি সে সম্পর্কে আপনাকে জানাতে চাই।

দেশের নিরক্ষরতা সমস্যার ভয়াবহতার কথা বিবেচনা করে কলেজ কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি একটি গণশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেছে। বয়স্কদের শিক্ষাদানের জন্য এ কেন্দ্র রাতের বেলায় পরিচালিত। পালাক্রমে ছাত্রাবাসের ছাত্ররা শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে। সপ্তাহে একদিন আমাকেও অংশগ্রহণ করতে হয়।

চল্লিশ জনের এই শিক্ষার্থীর দলটিতে ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সী পুরুষ রয়েছে। তারা প্রায় সবাই কোন না কোন পেশায় নিয়োজিত। সারাদিন কাজ করে রাতের বেলায় শিখতে আসে দারুণ উৎসাহ নিয়ে। তারা ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছে লেখাপড়া শিখলে তাদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটবে। সাক্ষরতা দানের কাজে আমরা সরকারের গণশিক্ষা বিভাগের 'চেতনা' প্রাইমারটি ব্যবহার করছি। অবশ্য মনীষী বিভার থেকে ফেরদাউস খান ও আরও অনেকে শিক্ষাদান সহজ করার জন্য অনেক কাজ করেছেন। কিন্তু আমি মনে করি দাতা ও গ্রহীতার আন্তরিকতা থাকলে যে কোন বই-ই এ ব্যাপারে সহায়ক হতে পারে। এমনকি যুগ যুগ ধরে প্রচলিত বর্ণবোধও কম কাজের নয়। আমি দেখেছি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ থাকলেও কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা থাকে না। ফলে দীর্ঘদিন ধরে দেশে সাক্ষরতার কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলেও শিক্ষার হারের মোটেই অগ্রগতি হয়নি।

আমাদের এভাবে চললে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হবে না। দেশ অনগ্রসরতার যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকছে। সাক্ষরতার দায়িত্ব নিতে হবে সকল শিক্ষিত লোকের। তাহলেই জাতির এগিয়ে যাওয়ার পথ সহজ হবে।

এ ব্যাপারে আপনার মূল্যবান পরামর্শ আমার অভিপ্রেত। আবার শ্রদ্ধা জানিয়ে।

ইতি—
আপনার দোয়াপ্রার্থী
তমাল

খাম

ডাকটিকিট

প্রাপক ঃ
শামিম চৌধুরী
পাইকপাড়া
ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

প্রেরক ঃ
তমাল
সুনামগঞ্জ

পত্র ৩৩ ॥ পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য ব্যক্তিগত অভিনন্দন জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একখানা পত্র লেখ।

জকিগঞ্জ
১০.১১.৯৬

সুহৃদয়েষু,

আন্তরিক প্রীতি আর শুভেচ্ছা তোমার জন্য।

বিগত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তোমার বিশেষ কৃতিত্বের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। তুমি তিনটি বিষয়ে লেটার নম্বরসহ স্টার মার্ক পেয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছ। মেধা তালিকায় তোমার নাম থাকবে বলে আমার প্রত্যাশা ছিল। তবু মানবিক বিভাগে এই কৃতিত্ব কম নয়।

আমি আশা করি, পরবর্তী পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তোমার এই কৃতিত্ব বিশেষ সহায়ক হবে এবং ভবিষ্যতে তুমি এবারকার চেয়ে আরও ভাল ফল করবে। তোমার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের জন্য আমার শুভেচ্ছা রইল।

তোমার গৌরবময় ফলাফলের জন্য কলেজ গর্বিত। আগামী দিনের শিক্ষার্থীরা এ থেকে অধিক প্রেরণা লাভ করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

তোমাকে আবারও অভিনন্দন।

ইতি—
তোমারই
কনক

খাম

ডাকটিকিট

প্রাপক ঃ
মুসফিক আহসান
১২৩, কলেজ রোড
হবিগঞ্জ।

প্রেরক ঃ
কনক
জকিগঞ্জ।

পত্র ৩৪ ॥ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে তুমি কিভাবে সময় কাটাবে তা জানিয়ে তোমার বন্ধুর কাছে একটি চিঠি লেখ।

বগুড়া
১.৮.৯৬

প্রিয় রাজন,

আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও।

আশা করি কুশলেই আছ। তোমার কাছ থেকে চিঠি আসার অপেক্ষায় থেকে অবশেষে নিরাশ হয়ে তোমাকে লিখছি। তুমি নিশ্চয়ই পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত আছ। আমারও ব্যস্ততা কম নয়। তবে পরীক্ষার পর সময়টা কিভাবে কাটাব সে সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা করে ফেলেছি।

পরীক্ষার পর মাস তিনেক সময় অনর্থক নষ্ট হয়। আমি এই সময়টাকে অর্থবহ করার জন্য কাজে লাগাতে চাইছি। পরীক্ষার পর পরই গাঁয়ের বাড়িতে চলে যাব। সেখানে আজকের সবচেয়ে বড় সমস্যা নিরক্ষরতা সমস্যা জাতিকে গ্রাস করার উপক্রম করছে। আমাদের গ্রামও ব্যতিক্রম নয়। আমি ঠিক করেছি গাঁয়ের প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনে একটি নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে গাঁয়ের সব অশিক্ষিত লোককে লেখাপড়ার জন্য জড় করব। শিক্ষাই যে জাতির মেরুদণ্ড এ কথাটা গ্রামবাসীকে বোঝাতে হবে। প্রয়োজনীয় বইপত্র আমি সরকারের গণশিক্ষা অফিস থেকে সংগ্রহ করব। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বসার ব্যবস্থা আছে। বাতির ব্যবস্থা না হয় আমিই করলাম। যে গ্রাম আমাদের অনেক দিয়েছে তার জন্য আমাদেরও কিছু দিতে হবে। আমরা নিরক্ষর মেয়েদের নিয়ে বিকালে ক্লাস করতে পারি। গাঁয়ে আরও কিছু ছাত্র-ছাত্রী আছে যারা স্থানীয় কলেজে লেখাপড়া করছে। তাদের কাউকে কাউকে কাজে লাগানো যাবে। তিন মাসের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করে মোটামুটি শিক্ষা দিতে সক্ষম হব বলে আমার বিশ্বাস। আমি মনে করি এভাবে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারলে সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার হবে।

তুমি কি বল ? তুমিও এস না আমাদের কাজে। এস কাজ করি।

ইতি—
শুভেচ্ছান্তে
নিলয়

খাম

	ডাকটিকিট
	প্রাপক ঃ
প্রেরক ঃ	রাজন
নিলয়	৩, কলেজ রোড
বগুড়া	ময়মনসিংহ

পত্র ৩৫ ॥ শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করে তোমার ছোট বোনের নিকট একখানা চিঠি লেখ।

যশোর
১.৮.৯৬

পরম স্নেহের রোলা,

তোমার জন্য রইল আমার অসংখ্য আশীর্বাণী। তোমার সুন্দর হাতের চিঠি পেয়েছি। পেয়ে খুব খুশিও হয়েছি। তবে কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়েছি তোমার অসহায়ত্ব বিবেচনা করে। আমি হোস্টেলে চলে আসাতে তুমি একা হয়ে পড়েছ এবং মাকে সাহায্য করার কেউ নেই এমন নৈরাশ্যজনক কথা তোমার কাছে আমার প্রত্যাশা নয়। তুমি মায়ের পাশে আছ এটাই যথেষ্ট। তবে সংসারের কাজের ব্যাপারে তোমার আলসেমির কথা আমার জানা আছে। তোমার সে অভ্যাস বদলাতে হবে। সংসারে যদি সামান্য শ্রম দাও তাহলে সংসার অনেক সুখের হবে। মনে রেখো কোন কাজই খারাপ নয়, কোনটাই ছোট কাজ নয়। ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে কত ভাল লাগে। কে করবে সে কাজ ? কাজের মেয়ে ? তারও হাজার কাজের ঝামেলা। কাজের মেয়ে থাকতে হবে এমনও ত নয়। সংসারের সব কাজ নিজেই করো না। কাপড় কাচা, ঘর মোছা, বাগানের পরিচর্যা, বিছানাপত্র গোছানো এমনকি মাকে রান্না ঘরে সাহায্য করা এ সবই ত তুমি করতে পার। বসে বসে টেলিভিশন দেখে বা ক্যাসেটে গান শুনে অবসর সময় কাটাবে এটা অভিপ্রেত নয়। পরিশ্রম করলে শরীর ভাল থাকে। তোমার শ্রমের ফলেই সংসার সুন্দর হয়ে উঠবে। জীবনে একদিন অনেক বড় দায়িত্ব নিতে হবে। এখন কাজ না করলে তখনও করা যাবে না। আর কোন কাজকেই অবহেলা করা উচিত নয়। কাজে অপমানবোধ কেন জাগবে ? বিধাতার দেওয়া সামর্থ্য কাজে

লাগিয়ে জীবনকে সুন্দর করো, তখন পরিবার ; সমাজ, জাতি সুন্দর হয়ে উঠবে। জীবন সফল করার জন্য আত্মনির্ভরশীল হওয়া আবশ্যক। তাই শ্রমের মর্যাদা দিতে হবে।

আজকে এখানেই শেষ করছি।

ইতি—
তোমার বড় বোন
সারাহ

খাম

	ডাকটিকিট
	প্রাপক ঃ
প্রেরক ঃ	রোলা
সারাহ	১০, কলেজ রোড
যশোর	ঢাকা।

পত্র ৩৬ ॥ ছোট ভাইকে বিজ্ঞান পড়ার উৎসাহ দিয়ে একটি চিঠি লেখ।

পীরগঞ্জ
২.৮.৯৬

পরম স্নেহের আসিফ,

আমার আদর নিও। তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। নবম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছ জেনে আমার খুব আনন্দ লাগছে। ভবিষ্যতে তোমার কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে বলে আশা করি।

তুমি কোন বিভাগ নিয়ে পড়বে—বিজ্ঞান না মানবিক সে সম্পর্কে আমার পরামর্শ জানতে চেয়েছ। আমি তোমাকে বিজ্ঞান পড়ার জন্য পরামর্শ দিতে চাই। বিজ্ঞান পড়ার দুটো দিক আছে। একটি দিক হল জীবনের জীবিকা সম্পর্কিত। জীবনে নিশ্চিত, সমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ পেশা হিসেবে চিকিৎসক বা প্রকৌশলী হওয়ার যে সাধারণ প্রবণতা আজকের সমাজে প্রত্যক্ষ করতে পারছ তাতে তুমিও অংশ নিতে পার বিজ্ঞান পড়ার মাধ্যমে। তাছাড়া উচ্চতর পর্যায়ে বিজ্ঞান বিষয়ে লেখাপড়া করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখানোর অপূর্ব সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে। দেশ, জাতি বা বিশ্বকে কিছু দান করার জন্য বিজ্ঞানের পথটি আমি বেশ প্রশস্ত বলে বিবেচনা করি। বিজ্ঞান পড়ার দ্বিতীয় দিকটি হল জীবনাদর্শের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিজ্ঞান জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়। বিজ্ঞান মানুষের মনকে কুসংস্কার থেকে মুক্তি দেয়, বিজ্ঞান মানুষকে বাস্তব ও যুক্তি অনুসারী করে তোলে। বিজ্ঞান মানুষের বুদ্ধিকে ধারাল করে, আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করে। জীবনের তাৎপর্য অনুধাবন তখন সহজ হয়।

আমাদের জীবনের জটিলতা বাড়ছে। অগ্রগতি হচ্ছে বিজ্ঞানের। দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব অপরিসীম। জীবনের সফল বিকাশের জন্য, জীবন সুন্দরভাবে গড়ে তোলার, জীবনকে পরিশীলিত করার জন্য দরকার বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার। তাই বিজ্ঞানকে পাঠ্য হিসেবে নির্ধারণ করা সমকালীন মানুষের কর্তব্য বলে বিবেচনা করি।

আজকে এখানেই শেষ করছি।

ইতি—
নিত্য শুভার্থী
জামান

খাম

	ডাকটিকিট
	প্রাপক ঃ
প্রেরক ঃ	আসিফ
জামান	১১, গোপিবাগ
পীরগঞ্জ।	ঢাকা।

পত্র ৩৭ ॥ দেশে বিজ্ঞানচর্চার আবশ্যকতা বুঝিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

পিরোজপুর
২২.১২.৯৫

প্রিয়বরেষু,

আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হলাম। তবে বিজ্ঞান চর্চার প্রতি তোমার অনীহা দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি। বিজ্ঞান বিমুখীনতার পক্ষে তোমার যুক্তি আমি মেনে নিতে পারছি না বন্ধু।

তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে জীবন এগিয়ে যাচ্ছে এবং তা বিকাশের পথ ধরেই। বিজ্ঞানের যে বিস্ময়কর অগ্রগতি হচ্ছে তার ফলেই আজকের বিশ্বে সভ্যতার এত উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারদেশে এসে যদি আমরা জীবনের চারদিকে তাকাই তাহলে বিজ্ঞানের অব্যাহত জয়যাত্রাই আমাদের চোখে পড়ে। বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে পড়লে জীবন মুহূর্তের মধ্যেই অচল হয়ে আসে। আমাদের এই দ্রুত গতিশীল জীবনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য দরকার বিজ্ঞানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। জীবনের অগ্রগতি ছাড়াও জীবনকে কুসংস্কার অনাচারের বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য আবশ্যক বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার। আর বাস্তবের পটভূমিকায় বিবেচনা করলে দেখা যাবে জীবিকার সুষ্ঠু উপায়ের জন্য বিজ্ঞান পাঠের বিকল্প নেই। বিজ্ঞানের এই যে ব্যাপক প্রভাব আমাদের জীবনের ওপর ছড়িয়ে আছে তাকে অর্থবহ করে তোলার জন্য দেশে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানচর্চার আবশ্যকতা রয়ে গেছে। আমাদের পাঠ্যসূচিতে বিজ্ঞান আছে। তার প্রয়োগ আর বিশ্লেষণ আরও জীবনমুখী করতে হবে। বিজ্ঞান পাঠের উপকরণ সহজলভ্য করতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় গড়ে তুলতে হবে বিজ্ঞান ক্লাব।

তুমি আমার যুক্তিগুলো ভেবে দেখো। আশা করি তোমার মনের দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে। আজকে এখানেই বিরতি দিচ্ছি।

ইতি—
তোমারই প্রীতিধন্য
রায়হান

খাম

	ডাকটিকিট
	প্রাপক ঃ
প্রেরক ঃ	শফিকুর রহমান
রায়হান	সদর রোড
পিরোজপুর।	বরিশাল।

পত্র ৩৮ ॥ ছাত্রজীবনে শিক্ষা সফরের গুরুত্ব উল্লেখ করে ভাইয়ের নিকট একখানা চিঠি লেখ।

ঢাকা
১.১২.৯৬

স্নেহের মাসুদ,

আমার সীমাহীন শুভেচ্ছা নিও। শীতকালীন ছুটিটা তুমি কি করে কাটাবে সে সম্পর্কে পরামর্শ চেয়ে আমাকে চিঠি লিখেছ। সময়ের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে তোমার সচেতনতা দেখে আমি খুশি হলাম।

আমি তোমাকে শিক্ষা জীবনের বড় ছুটিগুলো শিক্ষা সফরে কাটানোর পরামর্শ দেব। জীবন গড়ার জন্য যে শহুরে জীবন আমরা যাপন করছি তাতে বাইরের জগতকে জানার সুযোগ খুবই কম। দৃষ্টি যদি প্রসারিত না হয় তবে মনে আসে না উদারতা। আর উদারতা না থাকলে মানবিক গুণ বিকাশের সুযোগ কোথায়। তখন যে শিক্ষাই গ্রহণ করা হোক না কেন তা জীবনে অর্থবহ হয়ে ওঠে না। তাই ঘরের কোণ থেকে বাইরে বের হতে হবে। শিক্ষা সফরে আছে সে সুযোগ।

শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্য বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা, বাইরের পরিবেশ থেকে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করা। বইয়ের পাঠের সাথে বাইরের দৃষ্টান্ত যদি মিলিয়ে দেখা যায় তবেই জ্ঞানের পরিধি বাড়ে, ভিত পাকা হয়। সোনারগাঁ, ময়নামতি, পাহাড়পুর, সুন্দরবন এসব যদি নিজের চোখে দেখা যায় তবে বইয়ের বিবরণ জীবন্ত হয়ে মনের পটে স্থায়ী হয়ে থাকে। সেজন্য ঘর থেকে বের হতে হবে। বের হতে হবে লম্বা ছুটির সময়।

শহরের সংকীর্ণ চার দেয়ালের মধ্যে আমাদের জীবন গড়ে ওঠে। রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজের মাধ্যমে বাইরের জগৎ আমাদেরও দৃষ্টিতে উঁকি দেয়। বাইরে বের না হলে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হয় না, বিশাল বিশ্ব অজানাই থেকে যায়। পুঁথিগত বিদ্যা অর্থবহ করার জন্য দরকার শিক্ষা সফরের। নিজের দেশকে জানতে হবে, দেশের বিখ্যাত জায়গাগুলো ঘুরে আসতে হবে। জানতে হবে ইতিহাস আর ঐতিহ্যের স্বরূপ। শিক্ষা সফর আমাদের সে সুযোগ এনে দেয়। তাই যখনই কোন অবকাশ আসে তখনই বেরিয়ে পড়া উচিত। সদলবলে দেখে এসো নিজের দেশকেই। তখন দেখবে কতই সুন্দর আমদের এই প্রিয় মাতৃভূমি।

শিক্ষা সফর করে নিজের দেশকে চিনতে শেখো—এই কামনা করে আজকে বিদায় নিচ্ছি। ইতি

তোমারই রানা

খাম

	ডাকটিকিট
	প্রাপক ঃ
প্রেরক ঃ	মাসুদ
রানা	৩, কলেজ রোড
ঢাকা।	টাঙ্গাইল।

পত্র ৩৯॥ যে কোন একটি স্মরণীয় দিবসের বর্ণনা করে তোমার বন্ধুকে পত্র লেখ।

কুমিল্লা

প্রিয়বরেষু জাফর, ২৫.১২.৯৬

আমার সীমাহীন প্রীতি ও শুভেচ্ছা তোমার জন্য। একটি স্মরণীয় দিবসের আনন্দঘন অভিব্যক্তি এখনও আমার মনকে শিহরিত করছে সে কথাটাই তোমাকে জানাতে চাই।

আমি বিজয় দিবসের কথা বলছি। আমাদের জাতীয় জীবনে এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্মরণীয় দিবস আর কোন দিনকে বিবেচনা করা যায় বলে আমি মনে করি না। ষোলই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের নয় মাস আমাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দীপ্যমান হয়ে আছে। ত্রিশ লক্ষ শহীদের তাজা রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা এই ষোলই ডিসেম্বরে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। তাই প্রতি বছর অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে এই দিবসটি উদযাপিত হয়ে থাকে।

আমাদের শহরেও সমান মর্যাদা আর গুরুত্ব নিয়ে আসে স্মরণীয় বিজয় দিবস। সেদিন মহান শহীদদের স্মরণে নির্মীত স্মৃতিসৌধে নগরবাসীরা শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে ফুলে ফুলে সুশোভিত করে। মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে। বিজয় দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে আলোচনা সভা বসে টাউন হলে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। দেশাত্মবোধক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর উদ্যোগে। এভাবে সারা দিনের কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। নগরবাসী বিজয় দিবসের তাৎপর্য উপলব্ধি করে নতুন ভাবে শপথ নেয় স্বাধীন দেশের গৌরব বৃদ্ধির। বিজয় দিবস আমাদের জীবনে নবচেতনার সঞ্চার করুক। ইতি—

তোমারই

বুলবুল

খাম

	ডাকটিকিট
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

পত্র ৪০ ॥ একটি স্বাধীনতা উৎসবের বর্ণনা দিয়ে মায়ের নিকট একখানা পত্র রচনা কর।

মহিলা কলেজ ছাত্রীনিবাস
রাজশাহী
১.৪.৯৬

শ্রদ্ধেয়া মা,

আমার সালাম জানবেন। আশা করি কুশলে আছেন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা উৎসবের বর্ণনা দিয়ে আপনাকে এ ব্যাপারে কিছুটা অবহিত করতে চাই।

ছাব্বিশে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। কদিন আগেই সারা দেশ জুড়ে অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে দিবসটি প্রতিপালিত হল। সে উৎসবের ঢেউ এসে আমাদের শহরেও লেগেছিল। আমাদের কলেজেও উৎসবমুখর দিনটি যথার্থ মর্যাদার সাথে উদযাপিত হয়েছে। সেদিন খুব ভোরে শহরের কেন্দ্রীয় স্মৃতিসৌধে আমরা কলেজের পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেছি। সারা শহর থেকে মিছিলে মিছিলে মানুষের ঢল নেমেছিল স্মৃতিসৌধের পাদদেশে। ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল স্মৃতিসৌধের চত্বর। আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত অগণিত শহীদদের উদ্দেশে। সকালের এই কর্মসূচির পরে দুপুরের আগে ও পরে ছিল আলোচনা সভা। আলোচকগণ বিভিন্ন সভায় স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে প্রাণবন্ত আলোচনা করলেন। স্বাধীনতার তাৎপর্য সম্পর্কে নতুন করে আমরা অবহিত হলাম। আমাদের কলেজে অনুষ্ঠিত হল স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। কলেজের মাননীয়া অধ্যক্ষা বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করলেন।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে শহরের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে সন্ধ্যায় আয়োজিত হল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শহরের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করে অগণিত অতিথিকে বিমোহিত করে তুলেছিলেন।

এভাবেই উদযাপিত হল এবারের স্বাধীনতা দিবস। এই উদযাপিত উৎসব আমাদের প্রেরণা দিয়েছে—উদ্দীপ্ত করেছে স্বাধীনতার মর্যাদার জন্য সুন্দর ও সফল জীবন গড়ায়।

আজকে এখানে শেষ করছি।

শ্রদ্ধান্তে—
স্নেহের রীনা

খাম

	ডাকটিকিট
....	....
....	....
....	....
....	....

পত্র ৪১ ॥ জাতীয় প্রাইজ বণ্ডে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার পেলে তুমি তা দিয়ে কি করতে চাও, তা জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

রামগড়
২৫.৮.৯৬

প্রিয় সুদর্শন,

অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

কল্পনাবিলাসী মন তোমার। সেজন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা জাতীয় প্রাইজ বণ্ডে পেলে কি করব তা জানতে চেয়েছ। পঞ্চাশ হাজার টাকার মালিক, মানে লাখপতির অর্ধেক—কি পরম সৌভাগ্য আমার হবে। হ্যাঁ, ভাগ্য ত হঠাৎই খোলে। যদি

লেগে যায়—এ আশায়ই লোকে প্রাইজবণ্ড কেনে, লটারির টিকিট কেনে। তবে লটারিতে পুরস্কার না পেলে টিকিটের দাম গচ্চা যায়। আর প্রাইজ বণ্ডের টাকা জমা থেকে যায়।

আজকের দিনে পঞ্চাশ হাজার টাকা আর এমন কি বলো। এ টাকা দিয়ে না হবে বাড়ি, না হবে গাড়ি। ফ্রিজ, টেলিভিশন কিনলেই শেষ। অথচ আমাদের মনে কত অসাধারণ ইচ্ছা মাথা খুঁড়ে মরে। সুখে থাকতে কে না চায়। আর দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির দিনে পঞ্চাশ হাজার টাকায় কতটুকু সুখ কেনা যাবে। একটা কিনলে অন্যটা কেনা যাবে না। তাই, পঞ্চাশ হাজার টাকায় যে সুখ আসবে তাতে নাকে তেল দিয়ে ঘুমানো যাবে না। নাক ডাকিয়ে ঘুমানোর জন্য অনেক অনেক টাকার দরকার। সাধারণভাবে আরামে আয়াসে থাকতে গেলে পঞ্চাশ হাজার টাকায় কদিন যাবে। দুদিন পরে দেখা যাবে টাকা কোথায় উড়ে গেছে।

কি করা যায় তাহলে ? এক কাজ করলে কেমন হয় ? প্রতিরক্ষা সঞ্চয় পত্রে টাকাটা জমা রেখে দিলে লাভ বাড়বে দিনে দিনে। কবছর পর টাকা বেড়ে আমাকে লাখপতি করে তুলবে। মন্দ কি ?

শুভেচ্ছাসহ। ইতি—

তোমারই
স্বপন

খাম

	ডাকটিকিট
	সুদর্শন রায়
স্বপন	নয়াপাড়া
রামগড়	সিলেট

পত্র ৪২ ॥ তোমাদের কলেজের বার্ষিক নাট্যাভিনয়ের বর্ণনা দিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

রাঙামাটি
২২.১২.৯৬

সুপ্রিয় রাহুল,

অশেষ প্রীতি আর অনেক শুভেচ্ছা।

আমাদের কলেজে সম্প্রতি বার্ষিক নাটক অভিনীত হয়ে গেল। সে সম্পর্কে তোমাকে লেখার ইচ্ছা হচ্ছে। আশা করি আমাদের আনন্দের কিছু ছোঁয়া তোমাকে দেওয়া যাবে।

এবারে বার্ষিক নাটক নির্বাচন করা হয়েছিল সিকান্দার আবু জাফরের 'সিরাজউদ্দৌলা'। জানই ত নাটকটি আমাদের জন্য বাংলা বিষয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত। কলেজের ছেলেমেয়েরা নাটকটির অভিনয় দেখে তাদের পাঠে সহায়তা পাবে মনে করে নাটক নির্বাচন কমিটি এই নাটকটি নির্বাচন করেছেন। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাঁদের ধন্যবাদ।

অভিনয়ের প্রসঙ্গে আসা যাক। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সবাই আমাদের কলেজের ছাত্রছাত্রী। পরিচালকও আমাদের অধ্যাপক। অতএব অভিনয় কলায় কেমন সাফল্য আসবে সেটা আমরা বিবেচনা করিনি। নবাব সিরাজের দেশপ্রেম, তার সংগ্রামী জীবন, তাঁর চরম আত্মত্যাগ—তা যে রূপেই উপস্থাপিত হোক না কেন তা আমাদের স্বদেশ চেতনার অফুরন্ত প্রেরণা হয়ে থাকবে। রাইসুল জুহালার অভিনয়ে আমাদের হাসি আসেনি। কিন্তু নবাবের অভিনয়ে আমাদের অজান্তেই চোখে

পানি এসেছে। আর মীরজাফরের প্রতি ঘৃণা জাগাতে আমাদের সহপাঠী অভিনেতা কম যায়নি। ছাত্রছাত্রীর অনুশীলনহীন অভিনয়কে তবু আমাদের ভাল লেগেছে। বলা বাহুল্য অভিনয়ের চেয়ে নাটকের বক্তব্যের আকর্ষণ ছিল বেশি।

আজকে এখানেই শেষ করছি। তোমার কুশল কামনা করি। ইতি—

তোমারই
রতন

খাম

	ডাকটিকিট
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

পত্র ৪৩ ii তোমার জীবনের একটি সুখের ঘটনা সম্পর্কে বন্ধুর নিকট একটি পত্র লেখ।

ঢাকা
২৫.১২.৯৬

প্রীতিভাজনেষু,

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিও। জীবনের অনেক কথা তোমাকে বলেছি। আজকে আরও একটি কথা বলার জন্য তোমাকে লিখতে বসলাম। সে কথাটি আমার আনন্দের কথা, একটি অনন্য সুখের স্মৃতি।

তুমি ত জান আমি বরাবরই বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে এসেছি এবং বিতর্কে বরাবরই আমি কৃতিত্ব দেখিয়েছি। এর জন্য আমার অনেক মেডেল আর সনদ সঞ্চিত হয়ে আছে। তবে সম্প্রতি যে ঘটনাটি ঘটেছে তা আমার জন্য পরম গৌরবের আর স্মরণীয়। জীবনে সুখের ঘটনা হিসেবে সম্প্রতি টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বক্তা হিসেবে পুরস্কার পাওয়ার বিষয়টি আমার কাছে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

তুমি হয়ত জান যে, প্রাথমিক পর্যায়ে বহু কলেজ থেকে প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে এবং ক্রমে শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সৌভাগ্যবশত আমি বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় পৌছার সুযোগ পেয়েছিলাম। বিশাল মিলনায়তনে সেদিন তিল ধারনের জায়গা ছিল না। আর ছিল পিনপতন নীরবতা। কি বলেছিলাম এখন হয়ত তা সঠিকভাবে মনেও করতে পারছি না। কিন্তু ক্ষুরধার যুক্তি, বলিষ্ঠ বক্তব্য আর মোহনীয় ভঙ্গিতে কেমন করে বিতর্কে অংশ নিয়েছিলাম তা আর বুঝে উঠতে পারিনি। বিতর্কের পর ফলাফল এল সভাপতির কাছে। সভাপতি বছরের শ্রেষ্ঠ বক্তা হিসেবে আমার নাম ঘোষণা করে যখন গলায় স্বর্ণপদক পরিয়ে দিলেন তখন আনন্দে প্রায় সম্বিত হারিয়ে ফেলার মত অবস্থা হয়েছিল। তুমুল করতালির মধ্যে আমি যেন স্তম্ভিত হয়েছিলাম।

এই দিনটির মত সুখের দিন জীবনে এসেছে বলে মনে পড়ে না। ইতি—

তোমারই
আদনান।

খাম

	ডাকটিকিট
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

পত্র ৪৪ ॥ তোমার জীবনের একটি দুঃখের ঘটনা সম্পর্কে বন্ধুর নিকট একটি পত্র লেখ।

মোহনগঞ্জ
৩১.৭.৯৬

পরম প্রীতিভাজনেষু,

আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও।

তোমার সুন্দর চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। তুমি লিখেছ আনন্দেই ত জীবন কাটছে। রাতের সব তারাই থাকে দিনের আলোর গভীরে। জীবনের সুখের পালার মাঝে কি কোন বেদনার সুর লুকিয়ে নেই ? তোমার এ জিজ্ঞাসার জবাবেই এ চিঠির অবতারণা।

না, আমি আপনজনদের চিরবিদায়কে দুঃখের ঘটনা মনে করি না। কারণ তা ত জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু জীবন গঠনে যখন কোন বিপর্যয় দেখা দেয় তখন তা আমার কাছে চরম বেদনার বলে মনে হয়। যে দুর্ঘটনা এড়ানো যেত, কিন্তু অনিবার্য হয়ে দেখা দেয় তার যন্ত্রণা ভোগ করার মত দুঃখ আর নেই।

তুমি ত জান আমি বরাবরই ক্লাসে প্রথম হই। গত বার্ষিক পরীক্ষার শেষ দিনে খুব তাড়াহুড়া করে কলেজে আসছিলাম। হঠাৎ একটা দ্রুতগামী ট্রাক বাতাসের মত সাঁ করে আমার রিকশার পাশ দিয়ে বের হয়ে গেল। তার সামান্য একটু ধাক্কায়, রিকশা গেল ওল্টে আর আমি ছিটকে পড়লাম পাশে। ভাগ্য ভাল যে প্রাণে বেঁচে গেলাম। কিন্তু চোট লাগল হাতে। যেতে হল চিকিৎসকের কাছে। ব্যাণ্ডেজ বেঁধে যখন কলেজে এলাম তখন শেষ ঘণ্টা বাজতে আর বাকি নেই। আর প্রথম হওয়ার ঐতিহ্য রক্ষা করা গেল না। সে দুঃখ আমার জীবনেও ভোলার নয়। এখন আমাকে কেউ দেখে বুঝতে পারবে না যে, ট্রাকের ধাক্কায় আমার পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। অথচ তার গ্লানি আমাকে বয়ে বেড়াতে হল। এ দুঃখ আমি ভুলি কেমন করে ! আজকে এখানেই শেষ করছি। ইতি—

তোমারই
জাফর

খাম

	ডাকটিকিট
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

পত্র ৪৫ ॥ তোমার দেখা কোন দুর্ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তোমার প্রবাসী বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

ঢাকা
২০-৮-৯৬

পরম প্রীতিভাজনেষু,

আমার অশেষ প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। একটি দুর্ঘটনা আমার জীবনকে কিভাবে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে তা তোমাকে জানালে হয়ত মনের বেদনা কিছুটা লাঘব হতে পারে। তাই তোমাকে আজকে লিখতে বসলাম।

তুমি ত জান আমাদের শহরগুলো কিভাবে ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে উঠছে। বিশেষত ঢাকা মহানগরীর পথে নিরাপদে পথ চলাই কঠিন। অসংখ্য পথচারী আর যানবাহনের ভিড়ে পথ চলাই দায়। তবু জীবনের প্রয়োজনে পথে বের হতে হয়, পথ চলতে হয়।

সেদিন ছোট ভাইকে নিয়ে যাচ্ছিলাম তার স্কুলের পথে। তাকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া এবং পরে ফিরিয়ে আনা আমার দৈনন্দিন দায়িত্ব। জেব্রা ক্রসিং দিয়ে পথ অতিক্রম করতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা ঘাতক ট্রাক এসে সাঁ করে পাশ দিয়ে দ্রুত ছুটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্তনাদ। পেছনে তাকিয়ে দেখি একটি রক্তাক্ত দেহ রাজপথে পড়ে আছে স্থির হয়ে। ভাইটি আমার হাতে ধরা ছিল। অল্পের জন্য আমরা বেঁচে গেলাম। কিন্তু যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার হৃদস্পন্দন থেমে যাওয়ার মত অবস্থা। ট্রাকটি যেভাবে ছুটে পালিয়ে গেল তাতে আমরা তার নিচে পড়ে যেতেও পারতাম। লোকেরা ধর ধর করতে করতে ছুটে এল। ততক্ষণে ঘাতক ট্রাক পালিয়ে গেল। নম্বরটা দেখার মত সময়ও দিল না। পথচারী লোকজন জড় হল। এল ট্রাফিক পুলিশ। নিহত লোকটির রক্তে সড়ক ভেসে যাচ্ছে। কেউ চিনতেও পারছে না। মনে হল একজন শ্রমজীবী মানুষ। হয়ত শহরে নবাগত। মাথাটাকে এমনভাবে গুঁড়িয়ে দিয়েছে যার ফলে তাকে চেনার কোন উপায় নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ মৃতদেহ হাসপাতালে নিয়ে গেল।

এত কাছে থেকে ভয়াবহ দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করা আমার জীবনে এই প্রথম। মৃত্যু এত ভয়াবহ, এত সহজ আর এত নির্মম। আমরাও তো মৃত্যুর ছোবল থেকে খুব দূরে ছিলাম না। এ পথ দিয়েই প্রতিদিন আমাকে যেতে আসতে হয়। যখনই জায়গাটা দিয়ে আমি অতিক্রম করি তখনই সে ভয়াবহ দৃশ্যটি চোখে ভাসে। পায়ের গতি হয়ে আসে মন্থর। অন্তরাত্মা চমকে ওঠে। মনে প্রশ্ন জাগে কবে পথচলা হবে নিরাপদ, নির্বিঘ্ন। আজকে এখানেই শেষ করছি। চিঠি লিখো।

ইতি—
তোমারই মামুন

খাম

	ডাকটিকিট
.....	.....
.....	.....
.....	.....

পত্র ৪৬ ॥ দেশের শিক্ষামন্ত্রী হলে তুমি কি কি কাজ করবে তা বর্ণনা করে তোমার পিতাকে একটি পত্র লেখ।

রংপুর
২৫-৮-৯৬

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আমার সশ্রদ্ধ সালাম জানবেন।

আপনার চিঠিতে দেওয়া উৎসাহ আমাকে অভিভূত করেছে। আমার ছাত্রাবাসের এই সাধনার জীবন আপনার প্রেরণায় উদ্দীপ্ত থাকবে। আর আমার চেষ্টা থাকবে আপনার বুকের লালিত স্বপ্ন যাতে সফল করতে পারি।

ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্য হিসেবে যদি শিক্ষামন্ত্রীর পদটি আমার লভ্য হয় তাহলে আমার কর্মসূচি কি হবে তা আপনাকে জানাতে চাই। আপনি জানেন আমাদের দেশে শিক্ষার হার কত নিচে। আর আমি মনে করি সে সুবাদেই আমাদের দেশ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করে। আর বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর নিচের দিকেই আমাদের স্থান। মানুষ বাড়ছে, সমস্যা বাড়ছে, পরিণতিতে বাড়ছে দারিদ্র্য। এভাবে যদি বাড়তেই থাকে তাহলে মানুষ হিসেবে আমাদের মর্যাদা থাকবে না। তাই শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে আমার কাজ হবে দেশকে শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা। স্বল্পতম সময়ে সব নারীপুরুষকে শিক্ষার আলোয় আনতে পারলে আমাদের জীবনে যে সচেতনতা আসবে তাতে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। দুহাজার সাল নাগাদ 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সেই সাথে শিক্ষার

মান উন্নীত করা আবশ্যক। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বিদূরিত করতে না পারলে প্রচলিত শিক্ষার কোনও সুফল লাভ করা যাবে না। প্রয়োজনবোধে রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তির অবসান ঘটাতে হবে। সেশন জটের সমাধান ঘটিয়ে সময় বিনষ্ট করা থেকে জাতিকে উদ্ধার করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে করতে হবে জীবনমুখী। শিক্ষা শেষে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে মানুষ গড়ার সত্যিকার কারিগর হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষা-প্রশাসনকে করতে হবে দুর্নীতিমুক্ত। শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি স্বাধীন জাতির উপযোগী করে ঢেলে সাজাতে হবে। তাহলেই শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভের সার্থকতা প্রমাণিত হবে। আপনার আশীর্বাদ আমার পাথেয় হোক।

শ্রদ্ধান্তে—
আপনার স্নেহের
আকবর

খাম

ডাকটিকিট

....
....
....
....

পত্র ৪৭ ॥ তুমি তোমার জেলার শাসনকর্তা হলে কি কি কাজ করবে তা বর্ণনা করে তোমার পিতাকে একটি পত্র লেখ।

কিশোরগঞ্জ
১০.৮.৯৬

শ্রদ্ধেয় আব্বা,

আমার সালাম জানবেন। আমি জীবনে কি হতে চাই—সেটা বড় কথা নয়, আমি জাতির জন্য কি করতে চাই সেটাকেই আমি বেশি গুরুত্ব দেই। আমি মনে করি জীবনে যাই হই না কেন, সবখানে কিছু না কিছু করার সুযোগ আছে একথা যেন মনে রাখি। আর একথা মনে রেখেই আমি জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব লাভ করলে কি করব তা আপনাকে জানাতে চাই।

আমার প্রধান কাজ হবে একটি সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলে জেলার অধিবাসীদের সুখ বিধান করা। সুখ নামক বস্তুটি লাভের জন্য নাগরিক জীবনকে করতে হবে নিরাপদ। জেলাবাসীকে আইনানুগ রূপে গড়ে তোলার জন্য সচেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এরপর আসবে শিক্ষার ব্যাপারটি। জেলাবাসীর সবাইকে সাক্ষরতার আলোকে এনে শিক্ষার হার বৃদ্ধির একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই। এক্ষেত্রে এমন একটি কার্যকর পদ্ধতি বের করতে হবে যা অপরাপর জেলাসমূহ অনুসরণ করে লাভবান হতে পারে। অধিবাসীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করে দারিদ্র্যমোচনের ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য দরকার সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা, কুটির শিল্পের সম্প্রসারণ, কল-কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করে বেকার সমস্যার সমাধান করা, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান—এসব কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে পারলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জেলার

চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য প্রশাসন ব্যবস্থাকে যেমন কর্মমুখর ও নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে, তেমনি জেলার জনগণকেও উদার সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে।

আজকে এখানেই শেষ করছি। শ্রদ্ধান্তে।

আপনার চিরস্নেহের
দুলাল

খাম

	ডাকটিকিট
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

পত্র ৪৮ ॥ মনে কর তুমি তোমাদের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছ। তোমার ইউনিয়নটিকে তুমি কিভাবে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবে এই মর্মে তোমার বন্ধুর কাছে একটি পত্র লেখ।

সাতক্ষীরা
২৫.৮.৯৬

প্রিয়বরেষু,

আমার অসংখ্য প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। তোমার কল্পনাপ্রবণ মনে অনেক ভাবের ভিড় জমে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার কল্পিত সুযোগ যদি আমার ঘটে তাহলে আমি আমার ইউনিয়নের জন্য কি কর্মসূচি রূপায়িত করব তা জানার আগ্রহ প্রকাশ করে তুমি যে চিঠি লিখেছ তার জবাবেই আজকের প্রসঙ্গের অবতারণা।

তুমি ত জান, আমাদের ইউনিয়নটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত। আধুনিক নগর জীবনের অনেক সুযোগ-সুবিধাই সেখানে স্পর্শ রাখেনি। তাই সমস্যা সেখানে অনেক। সমাধানের পথ কম। আমি চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের রায় পেলে ইউনিয়নবাসীদের আধুনিক জীবনযাপনের সুযোগ দানের সর্বাত্মক চেষ্টা চালাব। এর জন্য সবার আগে দরকার শিক্ষার বিস্তার। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থেকে ইউনিয়নের অধিবাসীরা অতীতমুখী হয়ে আছে। গণশিক্ষার সম্প্রসারণ করতে হবে, আর বর্তমান বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন পুরাপুরি বাস্তবায়িত করতে হবে। এই সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির কাজটি স্বেচ্ছামূলকভাবে জনগণের দ্বারা করার ব্যবস্থা করা হবে। অগ্রগতির সহায়ক হিসেবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে। জনগণের স্বেচ্ছাশ্রমে পথঘাট সংস্কার ও তৈরি করা হবে। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সরকারী ব্যবস্থাকে গ্রামের মানুষের কাছে সহজলভ্য করতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ব্যাঙ্ক ঋণের সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগাতে হবে। কুটির শিল্পের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করে মানুষের আর্থিক উন্নতির পথ সহজ করতে হবে। বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তা ইউনিয়নবাসীর জীবনেও সম্প্রসারিত করতে হবে। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে

ইউনিয়নবাসীর জীবনে উন্নতির স্পর্শ আনা যাবে এবং এতে তাদের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে বলে আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস। তোমার পরামর্শ আমাকে দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবে বলে আমার আশা। শুভেচ্ছান্তে—

তোমারই
আসাদ

খাম

	ডাকটিকিট
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

পত্র ৪৯ ॥ তোমার দেখা একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বর্ণনা দিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

কুমিল্লা
২৫.৮.৯৬

প্রিয় জহির,

প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

সম্প্রতি আমাদের কলেজ মাঠে স্থানীয় দুটি ফুটবল ক্লাবের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সারা শহরবাসী এই প্রতিযোগিতাকে অত্যন্ত মর্যাদা দেয়। তাই খেলাটি ছিল আমাদের জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ। উপভোগ্য এই খেলার কথা তোমাকে না বললেই নয়।

ফুটবল প্রতিযোগিতাটি জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সারা জেলা থেকে বিশটি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন গ্রুপে খেলা চলে। ক্রমে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার জন্য নবারুণ ক্রীড়া সংঘ আর প্রভাতী ক্রীড়াচক্র মুখোমুখি হয়। চূড়ান্ত খেলার দিন মাঠে দর্শকের তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। সারা শহর খেলা উপভোগ করার জন্য যেন ভেঙে পড়েছিল। ছেলে-বুড়ো সব বয়সের লোকের সমাগম ঘটে। বেলা ঠিক চারটায় জেলা প্রশাসক খেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করলেন। খেলা শুরু হলে উভয় পক্ষের খেলোয়াড়েরা জানপ্রাণ দিয়ে খেলায় অংশগ্রহণ করে। প্রথমদিকে সর্বোত্তম কলাকৌশল দেখানোর চেষ্টা করে উভয় দল। খেলার অর্ধভাগ চরম উত্তেজনায় অতিবাহিত হয় গোলশূন্যভাবে। দ্বিতীয়ার্ধেও সে অবস্থাই চলছিল। যেন কেউ কারে নাহি পারে সমানে সমান। শেষ পর্যন্ত পেশী শক্তির প্রদর্শনী শুরু হলে সমর্থকদের মধ্যেও প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সুযোগ্য রেফারি সুকৌশলে অবস্থাটি আয়ত্তে আনেন উভয় পক্ষে দুজন খেলোয়াড়কে হলুদ কার্ড দেখিয়ে। যা হোক, খেলায় আবার উপভোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়। নবারুণের কৃতী ফরওয়ার্ড আক্রমণ রচনায় চমৎকার খেলা দেখিয়ে প্রতিপক্ষের গোলরক্ষককে বিস্ময়করভাবে পরাজিত করে। এক গোলে জয়ী হয় নবারুণ। উল্লাসে ফেটে পড়ে দর্শকরা। এরপর সময় আর বেশি ছিল না। নবারুণ তার লব্ধ গৌরব ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টার প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষের সব আক্রমণই ব্যর্থ হয়ে যায়। যথাসময়ে শেষ বাঁশি বেজে ওঠে। দর্শকরা কলরবে মুখর হয়ে ফিরে গেল ঘরে, একটি উপভোগ্য প্রতিযোগিতা মনে রেখে।

আজকে এখানেই শেষ করছি।

ইতি—
তোমারই
বশির।

খাম

	ডাকটিকিট
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

পত্র ৫০ ॥ দৈনিক সংবাদপত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করে বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

ঢাকা
২৫.৮.৯৫

প্রিয় উসামা,

আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। সংবাদপত্র পাঠের প্রতি তোমার অনীহা দেখে আমি খুবই বিস্মিত হয়েছি। আজকের এই আধুনিক বিশ্বে সভ্যতার বিকাশে আর জীবনের প্রয়োজনে সংবাদপত্রের গুরুত্ব যে সীমাহীন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সংবাদপত্র প্রতিদিন নিয়মিত মুহূর্তে নাগরিক জীবনে এসে উপস্থিত হয় সর্বাধুনিক বিশ্ব সংবাদ নিয়ে। এক বার চোখ বুলিয়ে মানুষ জেনে নেয় বিশ্বের কোথায় কি ঘটছে, এমন কি নিজের দেশের চিত্রটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে মানুষ হয়ে ওঠে আধুনিক। বিস্তার লাভ করে তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতার পরিধি—সেই সাথে চিত্তবিনোদনের উপকরণ হয়ে ওঠে সংবাদপত্র। অজস্র অজানা বিষয়, অসংখ্য তথ্য, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, জীবনের নানাদিক নিয়ে কত না সচিত্র প্রতিবেদন নিয়ে সংবাদপত্র মানুষের উপকারে লাগছে। সাহিত্য-সংস্কৃতির জীবনধারা প্রতিফলিত হয় সংবাদপত্রে। এভাবে সংবাদপত্র হয়ে ওঠে আধুনিক জীবনের নিত্য সঙ্গী। তাই এর সঙ্গ লাভ করা সুসভ্য ও আধুনিক মানুষের জন্য অপরিহার্য। স্বল্প মূল্যে বিচিত্র বিষয় নিয়ে যে সংবাদপত্রের আবির্ভাব ঘটে তার সাহায্যে জীবনকে আনন্দমুখর করে তুলতে হবে। এ থেকে উপকরণ নিয়ে জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে হবে। মন হবে আনন্দিত, হৃদয় হবে প্রসারিত। সংবাদপত্রের সীমাহীন উপকারিতার কথা বিবেচনা করে নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠ করতে হবে এবং জীবনের কাজে লাগাতে হবে।

সংবাদপত্র পাঠের এই তাৎপর্য বিবেচনা করে তুমি অন্তত একটি বিশিষ্ট জাতীয় দৈনিকের নিয়মিত পাঠক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

শুভেচ্ছাসহ
তোমারই দিলির

খাম

	ডাকটিকিট
	উসামা খান
দিলির	১২৩, লাভ লেইন
ঢাকা	চট্টগ্রাম

পত্র ৫১ ॥ কলেজ জীবন কেমন লাগছে তা জানিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

রাজশাহী
২০.৮.৯৬

সুপ্রিয় শাহিন,

অনেক অনেক প্রীতি আর শুভেচ্ছা তোমার জন্য। তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হলাম। দেশের এই ঐতিহ্যবাহী কলেজে ভর্তি হওয়ার পর শিহরিত হৃদয়ে কি ধরনের অনুভূতির খেলা চলছে তা জানার জন্য তুমি বিশেষ আগ্রহ ব্যক্ত করেছ। কলেজের জীবন কেমন লাগছে সে কথা বলার জন্য আমার আকুলতা কম নয়। কারণ কলেজ সম্পর্কে অনেক কিছু ধারণা নিয়ে এসেছিলাম। কখনও তা পল্লবিত হচ্ছে, কখনও তা হোঁচট খাচ্ছে।

কলেজ জীবনের আনন্দ তার স্বাধীনতায়। নিজের প্রবণতা অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন, পাঠের অনুরাগ-বিরাগ, শ্রেণী-কক্ষ বদল, একই বিষয়ে শিক্ষকের সংখ্যাধিক্য আর ধারালো বক্তব্যের বিচিত্র ঝিলিক নিয়েই প্রতিমুহূর্তের আনন্দিত জীবন। কলেজ জীবন নতুনত্বে, বন্ধুর সাহচর্যে আনন্দের, পাঠের বিশাল জগতে বিচরণের। জ্ঞানের রাজ্যের অবারিত দ্বার খোলা পেয়ে আনন্দের আর কৌতূহলের অবধি নেই। বিশাল জ্ঞানের জগতে বিচরণ করার যে পুলক তা হৃদয়কে ভরে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। আমি শিক্ষকগণের মধুর সান্নিধ্যে নিবিড় ক্লাসগুলোর কথা বলব। বিশাল জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের চাবিকাঠি পাওয়ার পরে তাঁদের অনুপম কণ্ঠে সুস্পষ্ট নির্দেশনা সেখানে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য অনবরত প্রেরণাস্বরূপ।

কলেজ জীবনে আছে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। আছে খেলাধুলা, আছে চিত্ত বিনোদনের নানা উপায়। এক্ষেত্রে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারটি আমাকে বেশি আকর্ষণ করে। ক্লাসে আছে তীব্র প্রতিযোগিতা। ভাল ভাল ছাত্রের সমাবেশ এখানে। তাই পড়ায় উদ্দীপনা অনুভব করি প্রতিমুহূর্তে। আনন্দের জগৎ ত সেটাই। তবে প্রতিনিয়ত তত্ত্বাবধানের অভাব আর মুক্তির আনন্দ যেন বিভ্রান্তি না আনে।

আজকে এখানেই শেষ করছি।

শুভেচ্ছান্তে—
তোমারই
মুবিন

খাম

	ডাকটিকিট
	শাহিন চৌধুরী
মুবিন	নয়াপাড়া
রাজশাহী।	সিলেট।

পত্র ৫২॥ কলেজের বার্ষিক বনভোজনের অভিজ্ঞতা জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একখানি পত্র লেখ।

ঢাকা
২২শে ডিসেম্বর, ৯৬

প্রিয় তুহিন,

অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমাদের কলেজের কোলাহলময় দিনগুলো বেশ ভাল লাগছে বলে তুমি জানিয়েছ। আমরাও কম আনন্দে নেই। সম্প্রতি, এই ত সেদিন, গত শুক্রবার আমরা আমাদের কলেজের বার্ষিক বনভোজন করে এসেছি। কি যে আনন্দে আমাদের দিনটি অতিবাহিত হয়েছিল তা লিখে সবটুকু জানানো যাবে না।

আসলে আমরা পড়ার চাপে বেশ হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। এসময়ই এল বার্ষিক বনভোজন। ছাত্রের সংখ্যা বেশি বলে নির্বাচন করে দুশ জনের একটি দল তৈরি করা হয়েছিল। ঢাকা থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে গাজীপুর জেলায় অবস্থিত জাতীয় উদ্যান আমাদের গন্তব্য স্থল। সেখানে বনভোজনের জন্য চমৎকার কতকগুলো বিশ্রামাগার তৈরি আছে। আমরা সেগুলোতে না গিয়ে গজারি বনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লাম। খাবারের প্রস্তুতি আগেই কলেজ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। তৈরি নাস্তা আমরা বাস থেকে নেমেই খেয়ে নিলাম। রান্নার দায়িত্ব বাবুর্চিদের। আমরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লাম। ঘুরে বেড়ানো, গাছে চড়া, কৃত্রিম হ্রদে নৌকায় বেড়ানো, মাছ ধরা, খেলাধুলা করা, গান গাওয়া—কত কিছুই না আমাদের করণীয় ছিল। দুপুরের খাবার তৈরি হতে বেশ কিছু দেরি হল। তখন প্রায় তিনটা। খাওয়ার ডাক পড়ল। পেটে ক্ষুধা। ক্ষুধার জন্যই বাবুর্চির অযোগ্যতার প্রশ্ন উঠল না। এরপর বসল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসর। কে কি জানে তারই উপস্থাপনার আনন্দময় প্রচেষ্টা। শিল্পী দামী না হলেও উপভোগের কমতি ঘটেনি। সঙ্গে আসা শিল্পীরাও আনন্দের উৎস খুলে দিলেন। সন্ধ্যার আগে ফেরার আয়োজন। একজন গেয়ে উঠল 'ওরে মন ছুটে চল চেনা ঠিকানায়।'

আজকে এখানেই শেষ করেছি।

ইতি—
শাফাত

খাম

	ডাকটিকিট
	তুহিন
শাফাত	কলেজ রোড
ঢাকা।	ময়মনসিংহ।

পত্র ৫৩॥ তোমার বন্ধু জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক পেয়েছে। তাকে অভিনন্দন জানিয়ে একখানি পত্র লেখ।

মুন্সীগঞ্জ
১.৩.৯৬

প্রিয় মিনার,

আমার অনেক অনেক প্রীতি আর শুভেচ্ছা নিও। দৈনিক পত্রিকার পাতায় তোমার সাফল্যের খবরে খুব খুশি হয়েছি। তোমাকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

এবারের জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বাংলা কবিতা আবৃত্তিতে তুমি শ্রেষ্ঠ বিজয়ী হিসেবে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক পেয়েছ। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ঢাকাস্থ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তোমার গলায় সোনার মেডেল পরিয়ে দিলেন। তোমার এই অসামান্য গৌরবের জন্য আমি নিজেও তোমার একজন বন্ধু হিসেবে অপরিসীম গৌরব অনুভব করছি। এই সুযোগে তোমাকে অভিনন্দন জানাতে পেরে আমি নিজেও সীমাহীন আনন্দ অনুভব করছি।

তোমার এই গৌরব লাভ দীর্ঘ ও নিরলস সাধনার ফল। তোমাকে থানা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়ে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হয়েছে। এর জন্য তোমার সাধনার শেষ ছিল না। আন্তরিকতা, শ্রম ও সাধনার পরিণতিতেই এ ধরনের গৌরব অর্জন সম্ভব। তুমি তোমার সাধনার পথে কখনও আলস্য দেখাওনি বলে এ সাফল্য অনিবার্য হয়ে উঠেছে। যে সাধনায় তুমি সফলকাম হয়েছ তা সকলকে উদ্দীপ্ত করবে। তবে এ সাফল্যকে শেষ সাফল্য বলে বিবেচনা করলে চলবে না, তোমাকে এক্ষেত্রে আরও বেশি কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে হবে। তুমি সে উদ্দেশ্যে কাজ করে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। তোমাকে আবারও অভিনন্দন জানিয়ে আজকের মত শেষ করছি। ইতি—

তোমারই গুণমুগ্ধ
সেতু

খাম

	ডাকটিকিট
	মিনার আহমদ
সেতু	কলেজ রোড,
মুন্সীগঞ্জ	ময়মনসিংহ।

পত্র ৫৪॥ জীবনে আনন্দ-উৎসবের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তোমার বন্ধুর নিকট একখানি পত্র লেখ।

চট্টগ্রাম
১.৮.৯৬

প্রিয় বর্ণা,

অনেক অনেক প্রীতি আর শুভেচ্ছা তোমার জন্য। তুমি তোমার লেখাপড়ার ব্যাপারে অতি সচেতনতার পরিচয় দিয়েছ তোমার চিঠিতে। আনন্দ উৎসবের প্রাচুর্যে তোমার সময়ের অনেকটা কেড়ে নিয়েছে বলে তোমার অভিযোগের অন্ত নেই।

কিন্তু জীবনে কোন আনন্দ উৎসব নেই, শুধু পড়া আর পড়া–পড়া নিয়েই জীবন—এমন ত আমি কল্পনাও করতে পারি না। জীবন যদি আনন্দে উচ্ছলতায়, খুশিতে, হাসিতে ঝলমলিয়ে না উঠল তবে সে জীবনের সার্থকতা কোথায় ? আমারও ত মনে হয় জীবনের আনন্দহীন দিনগুলো কারও অভিপ্রেত হওয়া উচিত নয়। জীবনে সাধনার প্রয়োজন—তা

মানি। কিন্তু সাধনা মানে এই নয় যে, সেখানে শুধু নীরস বক্তব্য আর জ্ঞানের চর্চাই থাকবে। সেখানে থাকবে না কোন আনন্দের শিহরণ। আসলে জীবনে আনন্দ থাকলেই সাধনাকে সহজ মনে করা যায়। আনন্দের সাথে সম্পাদিত কাজ সহজ মনে হয়। আর একারণেই নানা ধরনের উৎসব আমাদের জীবন ছেয়ে আছে। কথায় বলে, 'বার মাসে তের পার্বণ'—সে ত কেবল আনন্দ উপভোগের জন্য। জীবনে আনন্দ থাকলে দেহ-মন ভাল থাকে, কাজে আসে উৎসাহ, সাধনায় আসে সাফল্য। উৎসবকে তাই জীবনে স্থান দিতে হবে। আনন্দ উৎসবের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করে তাকে জীবনের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। কাজ আর কাজ দিয়েই জীবন নয়। আনন্দ উৎসবের স্পর্শে জীবনকে সুন্দর ও আনন্দমুখর করে তুলতে হবে।

আজকে এখানেই শেষ করছি।

ইতি—
তোমারই
স্বর্ণা

খাম

	ডাকটিকিট
.....	.....
.....	.....
.....	.....

পত্র ৫৫ ॥ পরীক্ষার পর তুমি একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে কিছুদিনের জন্য হাতে-কলমে কাজ শিখতে চাও—এ কথা জানিয়ে তোমার মাকে একটি পত্র লেখ।

ঢাকা
২০.৮.৯৬

শ্রদ্ধেয়া মা,

আমার সালাম জানবেন। আমাদের পরীক্ষা এখনও চলছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই পরীক্ষার সমাপ্তি ঘটবে। পরীক্ষার পর দীর্ঘদিন অবসর। প্রায় মাস তিনেক কোন কাজ নেই। আমি ভাবছি এ সময়টা কোন শিল্পকারখানায় কাজ করে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলে কেমন হয়।

এই সময়টা আমি একটি পোশাক শিল্প-কারখানায় কাজ করে কাটানোর ইচ্ছা করেছি। আজকের বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের যে ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটছে এবং তা থেকে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে তাতে দেশের অর্থনীতিতে এ শিল্পের বিশেষ গুরুত্ব প্রমাণিত হচ্ছে। এই শিল্পের আরও উন্নতির জন্য এদিকে অধিকতর মনোযোগ প্রদান আবশ্যক। আমি পরীক্ষার পর মাস তিনেক কাজ করে এই শিল্পের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে সক্ষম হব। পরবর্তীকালে এই শিল্পের সাথে জড়িত হলে সেখানে কিছু অবদান রাখাও সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস। এই শিল্পে নিয়োজিত কর্মীবাহিনী বিশেষত মেয়েদের সম্পর্কে জানাও দরকার মনে করি। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এই শিল্প যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সে সম্পর্কেও এখান থেকে ধারণা লাভ করা যাবে।

এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানাবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের
মাহফুজা

খাম

	ডাকটিকিট
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

পত্র ৫৬॥ তোমার দেখা একটি বিজ্ঞান মেলার বর্ণনা দিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

ঢাকা

প্রিয় মাকিদ, ৩১.১২.৯৬

আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। সম্প্রতি ঢাকায় জাতীয় বিজ্ঞান যাদুঘরে যে জাতীয় বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তাতে যোগদান করা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি বলে তুমি নিরতিশয় দুঃখ প্রকাশ করেছ। তবে আমি তা দেখার সুযোগ পেয়েছি। আমার অভিজ্ঞতা যদি তোমাকে লিখে জানাই তাহলে হয়ত কিছু ধারণা তোমার হবে। মন্দের ভাল, আমার চোখ দিয়ে তোমার দেখা হয়ে যাবে।

তুমি ত জান থানা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে অনুষ্ঠানের পর বিজ্ঞান মেলা জাতীয়ভাবে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ১৫ থেকে ২২শে ডিসেম্বর। বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীরা তাদের প্রকল্প উপস্থাপন করেছে এই মেলায়। তবে প্রত্যক্ষভাবে না দেখলে লিখে বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয় এই বৈচিত্র্যপূর্ণ বিজ্ঞান মেলার। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কতিপয় বিজ্ঞান ক্লাব মেলার প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছে। অংশগ্রহণকারী সবাই বয়সে তরুণ-তরুণী। সবাই ক্ষুদে বিজ্ঞানী। অল্প বয়সে সামান্য উপকরণ দিয়ে যে আশ্চর্য সুন্দর উদ্ভাবনী নিদর্শন মেলায় তারা দেখিয়েছে তা সত্যিকার ভাবেই বিস্ময়কর। রেডিও-টেলিভিশনে কি করে খবর প্রচারিত হয় এদের কলাকৌশল যখন একজন বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ অবলীলায় বুঝিয়ে দেয় তখন বিস্মিত হতে হয়। সৌরচুল্লীর মাধ্যমে কি করে আমাদের জ্বালানির সাশ্রয় হতে পারে তা একটি স্টলে খুব সহজ করে দেখানো হয়েছে। স্বল্প ব্যয়ে সেচব্যবস্থা, উদ্ভিদ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, নিজের প্রসাধনী নিজেই তৈরি করা, সহজ ফটোকপি, কম্পিউটারের বিচিত্র জগৎ—এসবই ছিল মেলার আকর্ষণ। দুশ স্টলের সাতদিন প্রদর্শনীতে অগণিত দর্শক এসেছে। ভীড়ের চাপে ভাল করে দেখাই কঠিন ছিল। বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করেছিলেন মাননীয় রাষ্ট্রপতি, আর শেষ দিন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

আজকে এখানেই শেষ করছি। বাড়ির বড়দের সালাম আর ছোটদের স্নেহ। ইতি—

তোমারই
অমল

খাম

ডাকটিকিট

....
....
....
....

পত্র ৫৭॥ তুমি সম্প্রতি পড়েছ এমন একটি বই সম্পর্কে তোমার মতামত জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি চিঠি লেখ।

ঢাকা

প্রীতিভাজনেষু, ১.১২.৯৬

আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করো।

অনেক দিন তোমার সাথে যোগাযোগ নেই। নিশ্চয়ই কুশলে আছ। সম্প্রতি একটি মূল্যবান বই পড়েছি। পড়ে আমার খুবই ভাল লেগেছে। এই ভাল লাগার রেশটুকু তোমার কাছে পৌছে দেওয়ার জন্যই এই চিঠির অবতারণা।

আমার সম্প্রতি পড়া বইটির নাম 'নবী সম্রাট'। বইটি লিখেছেন মুবারক করীম জওহর। ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগ্রামমুখর জীবন এবং তাঁর মহান আদর্শ এই গ্রন্থে চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় মহানবীর অনেক জীবনকাহিনী রচিত হয়েছে। বর্তমান বইটিকে বলা যেতে পারে সর্বশেষ রচনা। স্বাভাবিক ভাবেই হযরতের জীবনের সর্বাধুনিক তথ্যের সমাবেশ এতে ঘটেছে। এই বইটিতে মহানবীর পবিত্র জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ আছে। সেই সাথে ঘটনার তাৎপর্যের বিশ্লেষণ রয়েছে। এর ফলে হযরতের জীবন, কর্ম ও আদর্শ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সহজে সম্ভব। ইসলামের অনন্য আদর্শের আলোকে জীবন গঠনের জন্য মহানবীর জীবনী ও আদর্শের সাথে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। আলোচ্য বইটি সে উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক। বইটির ভাষা সহজ সরল, বর্ণনাভঙ্গি আকর্ষণীয়। পাঠকের মন সহজেই বইয়ের বক্তব্যে আকৃষ্ট হতে পারে।

বইটির বক্তব্য, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে আমি মনে করি বইটির ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন। আশা করি বইটি তুমি পড়বে এবং এটিতে প্রতিফলিত আদর্শের মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর করার চেষ্টা করবে।

তোমাকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে চিঠি শেষ করছি। ইতি—

তোমারই
ফয়সল

খাম

ডাকটিকিট	
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

পত্র ৫৮ ॥ তুমি লেখাপড়া শেষ করে ভবিষ্যৎ জীবনে একজন আদর্শ দেশকর্মী হতে চাও এই মর্মে তোমার পিতার কাছে একটি পত্র লেখ।

মির্জাপুর
২০.১০.৯৬

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমার সালাম জানবেন। ছাত্র জীবনে লেখাপড়ার সমাপ্তিতে কেন আমি একজন দেশকর্মী হিসেবে নিজেকে নিবেদন করতে চাই সে সম্পর্কে আজকে আপনাকে অবহিত করা আমার ইচ্ছা।

দেশের কল্যাণে কাজে লাগাই দেশকর্মীর কাজ। দেশাত্মবোধ এক্ষেত্রে প্রেরণা দিবে, দেশের মানুষের মঙ্গল সাধনই হল মহৎ পরোপকারী মানুষের বৈশিষ্ট্য। দেশের জন্য আর দেশের মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ সব পেশাতেই বিদ্যমান। প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে জনকল্যাণের আদর্শ তুলে ধরে তাহলেই ত দেশকর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। সেজন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, লেখাপড়ার শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি গ্রহণ করে আমি কলেজে শিক্ষকতাকে জীবনের পেশা হিসেবে গ্রহণ করব। আমার শিক্ষকতার পেশাকে শুধু জীবিকা অর্জনের উপায় বলে বিবেচনা করব না, বরং তার মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনের ব্রত আমি অবলম্বন করব। জাতির অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষাই সকল ক্ষেত্রে উন্নতির চাবিকাঠি। সেজন্য শিক্ষার সম্প্রসারণ আমাদের অভিপ্রেত। শিক্ষক হিসেবে শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচি গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। আমার অগণিত ছাত্র-ছাত্রীদের সাক্ষরতার কাজে লাগিয়ে আমি ব্যাপক আন্দোলনের সূত্রপাত করতে সক্ষম হব। নতুন শতাব্দীর অগ্রগামী বিশ্বের

সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য শিক্ষিতের হার দ্রুত বৃদ্ধি করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। দু'হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে।

আমি আমার পেশার মাধ্যমে দেশের কল্যাণব্রতে নিয়োজিত হব এবং সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে আমি কল্যাণ কর্মীর ভূমিকা পালনে তৎপর থাকব। এই লক্ষ্য সামনে রেখে আমি আমার ছাত্র জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আপনার সহানুভূতি আমার জীবনের লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক হবে বলে আমি আশা রাখি। ইতি—

আপনার স্নেহের
জাকির হোসেন

খাম

	ডাকটিকিট
	জনাব আবুল হোসেন
জাকির	কালিহাতি
মির্জাপুর	টাঙ্গাইল।

পত্র ৫৯ ॥ তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের কি অভিলাষ তা জানিয়ে তোমার পিতাকে একটি পত্র লেখ।

মাগুরা
২৫.৯.৯৬

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আমার সালাম জানবেন। আপনার স্নেহপূর্ণ চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। আরও খুশি হয়েছি আপনি আমার ভবিষ্যৎ জীবনের অভিলাষ জানতে চেয়েছেন বলে। আজকে সে প্রসঙ্গেই লিখতে চাই।

আমি জানি জীবনের কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক না করে জীবন গড়ে তোলা যায় না। আবার কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য যদি চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলেও জীবন দুর্বহ হয়ে ওঠে। সম্ভবত সে কারণে আপনি আমার ওপর আপনার কোন ইচ্ছা চাপিয়ে দেননি। আমার নিজের জীবনের কি উদ্দেশ্য থাকবে সে ভার আমার ওপর আপনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমি তাই আমার সিদ্ধান্ত নিজেই নিয়েছি। তবে আজকে তা আপনাকে জানালে আপনি কিভাবে নিবেন জানি না, তবে এতে আপনার সহানুভূতি থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি চিকিৎসক হতে চাই। আর এটাই আমার জীবনের অভিলাষ। কেন আর সব পেশাকে পাশ কাটিয়ে এদিকে আমার ঝোঁক তা আমি আপনাকে জানাতে চাচ্ছি। চিকিৎসকের পেশা একটি স্বাধীন পেশা। এর মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার যেমন সুযোগ আছে তা আর কোনও পেশায় নেই। চাকরিই হোক অথবা স্বাধীনভাবে কাজ করা হোক—সবখানে নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা চরিতার্থ করার চমৎকার সুযোগ আছে এই পেশায়। তবে চিকিৎসকের পেশার সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে বৈশিষ্ট্য তা হল মানব সেবার সুযোগ। পরের উপকারের জন্য আমাদের এ জীবন। আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে মানবতার কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করার মাধ্যমে মানব জীবনের সার্থকতা আছে। চিকিৎসক হিসেবে পেশা গ্রহণ করলে দুঃস্থ মানুষের সেবায় উৎসর্গিত হওয়া সহজ হয়। আমি আমার কাজের মাধ্যমে যদি মানুষকে সুস্থ থাকার সুযোগ দিতে পারি তাহলে নিজেকে যথার্থ ধন্য মনে করব। স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবে দরিদ্র মানুষের দুর্গতির শেষ নেই। সেখানেই কাজ করা আমার অভিলাষ।

জীবনের এই ইচ্ছা সফল করার জন্য আমি এখন বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠ করে আমি যাতে জীবনের উদ্দেশ্য সফল করতে পারি সে ব্যাপারে আপনার আশীর্বাদ কামনা করি।

ইতি—
আপনার স্নেহের
আমিন

খাম

	ডাকটিকিট
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

পত্র ৬০ ॥ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

রংপুর
পয়লা বৈশাখ, ১৪০৩

সুপ্রিয় শাদমান,

আজ শুভ নববর্ষ। নববর্ষের এই পুণ্য লগ্নে তোমাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

নববর্ষ এসেছে জীর্ণ অতীতকে পেছনে ফেলে। নববর্ষ এসেছে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতকে সামনে নিয়ে। তাই এসো, অতীতের ব্যর্থতাকে নিঃশেষে বিসর্জন দিয়ে আগামী দিনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ হই।

পুরাতন আজ যাক চলে যাক অতীতে মিশে
নতুন দিনের সূর্য উঠুক জীবনে হেসে।
সবার জীবনে আসুক এবার খুশির দিন
অরুণ আলোয় ফুটুক মনে স্বপ্ন রঙিন।

আগামী দিনের মুহূর্তগুলোকে সাধনায় মহীয়ান করে তুলতে পারলেই জীবনে আসবে সফলতা। আজকের দিনে তাই সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্মমুখর করে তুলতে হবে জীবনকে। নিরলস সাধনা, অকৃত্রিম আন্তরিকতা তোমার জীবনের নতুন বছরকে মহিমান্বিত করে তুলুক।

আবারও শুভেচ্ছা।

ইতি—
তোমারই
শাফফাত

খাম

	ডাকটিকিট
	শাদমান চৌধুরী
শাফফাত	১০, নতুন সড়ক
রংপুর	গাইবান্ধা

পত্র ৬১ ॥ তোমাদের কলেজের ছাত্র সংসদের বার্ষিক নির্বাচনের ফলাফল জানিয়ে অন্য কলেজে অধ্যয়নরত তোমার ছোট ভাইয়ের কাছে পত্র লেখ।

কিশোরগঞ্জ
১০.৮.৯৬

স্নেহভাজনেষু,

আমার দোয়া নিও। তোমার চিঠি পেয়েছি। আমাদের কলেজে সম্প্রতি যে নির্বাচন হয়ে গেল সে সম্পর্কে জানার জন্য তুমি কৌতূহল প্রকাশ করেছ। তাই এ ব্যাপারে লিখছি।

আমাদের কলেজে এবারের ছাত্রসংসদ নির্বাচন ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। তুমি ত জান ছাত্রসংসদের নির্বাচন নিয়ে প্রায় কলেজেই গোলযোগের সৃষ্টি হয়। সন্ত্রাসমূলক ঘটনার পরিণতিতে কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠনগুলো নির্বাচনের সময় যে সমস্যার সৃষ্টি করে তা এড়িয়ে যাবার জন্য অধ্যক্ষ মহোদয় ছাত্রনেতাদের কাছে, বিশেষভাবে সাধারণ ছাত্রদের কাছে আবেদন জানান এবং তিনি একটি স্বতন্ত্র পরিকল্পনা পেশ করেন। ছাত্ররা কোন রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠনের নামে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না, ছাত্ররা নিজেদের মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রার্থী হলে নির্বাচনে কৃতী ছাত্রদের সংসদে আসার সুযোগ ঘটবে। দলীয় নেতারা এ প্রস্তাবে আপত্তি করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সাধারণ ছাত্রদের ঐকমত্যে অধ্যক্ষ মহোদয়ের পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়।

এরপর নির্বাচনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। কলেজের দেয়ালে কোন পোস্টার সাঁটা হয়নি। নির্বাচন কমিশন নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করে দেয় এবং শুধু সেখানেই পোস্টার লাগানো হয়। এতে কলেজের দেয়ালের পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকে। তাছাড়া পোস্টার মুদ্রণের ওপরও নিষেধাজ্ঞা ছিল। সব পোস্টার ছিল হাতে লেখা। শ্লোগান-মিছিলও বন্ধ ছিল। তবে সব প্রার্থীর পরিচিতি সভার ব্যবস্থা করা হয়। সেসব পরিচিতি সভায় অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচনের দিন সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বহিরাগত কোন লোক কলেজের ভিতরে আসতে পারেনি। নির্বাচন পরিচালনায় অধ্যাপকগণ দায়িত্ব পালন করেন। নির্বাচনের শেষে ফলাফল ঘোষণা করে দেওয়া হয়। দেখা যায় ভোটাররা কৃতী ছাত্রদের প্রতি তাদের সমর্থন জানিয়েছে। ফলে নির্বাচন উপলক্ষে কোন রেষারেষি হয়নি। কোন গোলযোগ না হওয়ায় সবাই খুশি।

আজকে এখানেই শেষ করছি।

ইতি—
নিত্যশুভার্থী
বড় ভাই
আদনান

খাম

	ডাকটিকিট
	হাসান আহমদ
আদনান	নেত্রকোণা কলেজ
কিশোরগঞ্জ	নেত্রকোণা

পত্র ৬২ ॥ ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি পত্র লেখ।

ঢাকা
৩০শে ফাল্গুন, ১৪০৩

প্রীতিভাজনাসু মিতা,

আজকের এই পবিত্র ঈদুল ফিতরের আনন্দময় দিনে অশেষ আন্তরিক শুভেচ্ছা তোমার জন্য।

গতকালের সন্ধ্যায় আকাশে এক ফালি চাঁদ যে আনন্দ ছড়িয়ে দিয়েছে তার সোনার কাঠির পরশে তোমার হৃদয় উৎফুল্ল হয়ে উঠুক।

ঈদ এসেছে সবার জন্য। সকল মানুষের মনে খুশির আমেজ আনয়ন করার জন্য। এই মহান দিনে তোমার ব্রত হোক সবার মুখে অনাবিল হাসি ফোটাবার।

জীবনের সকল গ্লানি সকল তুচ্ছতা দূর করে ঈদের নির্মল আনন্দ নিয়ে আসুক এক নব জীবনের চেতনা। তাই বলি ঃ

ঈদ এল আজ ঈদ এল আজ
হাজার খুশি নিয়ে
সবার হৃদয় করব যে জয়
ভালবাসা দিয়ে।

আবারও শুভেচ্ছা।

ইতি—
একান্ত তোমারই
সাইয়ারা

খাম

	ডাকটিকিট
	মিতা চৌধুরী
সাইয়ারা	ইডেন কলেজ
হলিক্রস কলেজ, ঢাকা	ঢাকা

পত্র ৬৩ ॥ মহানগরীর পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

ঢাকা
২৫.৮.৯৬

সুপ্রিয় স্বপন,

আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। মহানগরীতে কি পরিবেশে বসবাস করছি সে কথা তোমাকে জানানোর জন্যই এই চিঠির অবতারণা। রাজধানীকে তিলোত্তমা করার কথা বলা হয়েছিল। বাস্তবে তার অবস্থা ঘুঁটে কুড়ানী দাসীর চেয়েও খারাপ। জনতার ভিড়ে, যানবাহনের অত্যাচারে, যন্ত্রের যন্ত্রণায় নাগরিক জীবন এখানে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আর এই দূষিত পরিবেশে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করতে হচ্ছে। দূষণের তিনটি কেন্দ্র—বাতাস, পানি আর শব্দের ক্ষেত্রে যে বিষময় প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা সহজেই আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠছে। ধোঁয়া, ধূলাবালি, কীটনাশক, তেজস্ক্রিয় পদার্থ, ময়লা আবর্জনা এসবের দৌরাত্ম্যে মহানগরীর পরিবেশ দূষণ প্রকট হয়ে উঠেছে। পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা মান্ধাতার আমলের। জলাডোবা মহানগরীর অনেক জায়গায় বিদ্যমান। এখানে সেখানে গজিয়ে ওঠা কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যানবাহনের বিকট শব্দ, গাড়ির হর্ণ, মাইকের

চিৎকার, বোমাবাজির আওয়াজ, কলকারখানার শব্দ প্রভৃতি শব্দদূষণ সৃষ্টি করে নাগরিকদের স্নায়বিক বৈকল্য, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি জটিলতার সৃষ্টি করছে।

মহানগরীর দালান কোঠা ক্রমেই বাড়ছে। বাড়ছে মানুষের ভিড়। ছিন্নমূল মানুষের আগমনে বাড়ছে বস্তি। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার জন্য নাগরিক জীবনের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। ফলে দূষিত পরিবেশে মহানগরীর জীবন হয়ে উঠেছে সমস্যাসঙ্কুল। এর পরিণতি ভয়াবহ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

এই দূষিত পরিবেশে আমাদের দুর্বিষহ জীবন যাপনের গ্লানির অবশ্যই অবসান ঘটাতে হবে। সেজন্য সকল নাগরিকের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা যেমন দিতে হবে, তেমনি সকল নাগরিককে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। তাহলে মহানগরীর জীবন হবে সুন্দর।

আজকে এখানেই শেষ করছি। শুভেচ্ছাসহ।

ইতি—
তোমারই রানা

খাম

ডাকটিকিট

....
....
....
....

পত্র ৬৪ ॥ একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জানিয়ে একটি পত্র রচনা কর।

ঢাকা
২০.১২.৯৬

প্রিয় নাজনীন,

অসংখ্য প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল। কক্সবাজার থেকে ফিরে এসেই তোমাকে লিখতে বসলাম। কী দারুণ আনন্দে কাটল এ কয়টা দিন তা তোমাকে না জানাতে পারলে যেন দম আটকে যাচ্ছে।

বড় ভাই সম্প্রতি কক্সবাজার বেড়াতে যাবার একটা পরিকল্পনা করেছিলেন। কক্সবাজারে কখনই যাওয়া হয়নি। তাই গত ১০ই ডিসেম্বর প্রায় জোর করেই ভাইয়ের সফর সঙ্গী হলাম। তুমি ত জান, ঢাকা থেকে চাটগাঁ যাওয়া এখন কত সহজ। আন্তঃনগর ট্রেনগুলো কম সময়ে আর আরামে পৌঁছে দিচ্ছে। তেমনি এক আন্তঃনগর ট্রেনে চেপে সকাল বেলায় এসে নামলাম চাটগাঁ রেলস্টেশনে। বলা বাহুল্য এটাই প্রথম আমার চাটগাঁ আসা। সকাল হয়েছিল ট্রেনের মধ্যেই। রেল লাইনের পাশে পাহাড়ের সারি দেখে মন ভরে গেল। সমতলের লোক আমি। ছোট ছোট পাহাড়ের অনাবিল সৌন্দর্য আমার মনকে অভিভূত করল।

চাটগাঁ নেমে আর দেরি করা হল না। দেখার অনেক কিছুই আছে চাটগাঁয়ে। কিন্তু কক্সবাজারের আকর্ষণ আমাকে সম্মোহিত করে রেখেছিল। তাই দেরি না করেই কক্সবাজারগামী বাসে উঠলাম। নব্বই মাইল পথ পার হয়ে আমাদের কক্সবাজার পৌঁছতে হবে। ছয় ঘন্টার পথ। সড়কের অবস্থা তত ভাল নয়। তবু সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে কক্সবাজার পৌঁছা গেল। দীর্ঘ পথের দুপাশে পাহাড় আর বনানী অপূর্ব সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। চোখ ফেরানোর উপায় ছিল না।

কক্সবাজারে পৌঁছে আমরা একটা হোটেলে উঠলাম। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এখানে বেশ কয়টি চমৎকার হোটেল তৈরি করেছে। দেশবিদেশের পর্যটকেরা এখানে এসে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত হোটেলে আশ্রয় নেয়। আমি বিস্মিত হলাম মেঘ গর্জনের মত বিকট শব্দ শুনে। কৌতূহল মিটাতে জানলাম সাগরের গর্জন ওটা। কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে সবাই গেলাম সাগরের সৈকতে। সারা দুনিয়ার মাঝে সবচেয়ে বড় সমুদ্র সৈকত এই কক্সবাজারে। সাগরে সূর্যাস্ত দেখার মাধ্যমে সমুদ্র দর্শন হবে আমাদের। সাগর সৈকতে প্রচুর লোকজন। নারীপুরুষ ছেলেবুড়ো। বিদেশী নারীপুরুষের সংখ্যাও অনেক। বিস্তীর্ণ সমুদ্র সৈকতে ছড়িয়ে আছে এই সব মানুষ। কেউ কেউ পানিতে গিয়ে লাফালাফি করছে। বিশাল সাগরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছিলাম। সূর্য একটা লাল থালার মত হয়ে সাগরের পানিতে যেন তলিয়ে গেল। সবাই এক দৃষ্টে এই সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হল।

দুদিন কক্সবাজারে কাটিয়েছিলাম। ঘুরে দেখেছি ছোট্ট ছিমছাম শহর। সাগর পাড়ের দোকানে সমুদ্রজাত জিনিসের সমারোহ। সকালে সাগরের কূলে ঝিনুক কুড়ানোর আনন্দ উপভোগ করেছি।

দুটো দিন আনন্দময় ভ্রমণের স্মৃতি নিয়ে অক্ষয় হয়ে রইল মনের মাঝে। তারপর বাড়ি ফিরে আসার উদ্যোগ। মনে সুর বেজে উঠল ওরে মন ছুটে চল চেনা ঠিকানায়।

আজকে এখানেই শেষ করছি।

ইতি—
তোমারই
তাহমিনা

খাম

পত্র ৬৫ ॥ ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানের বর্ণনা দিয়ে বন্ধুকে একটি চিঠি লেখ।

ঢাকা
১৫.১২.৯৬

প্রিয় রবিন,

আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল।

অনেকদিন তোমার সাথে যোগাযোগ নেই। আশা করি কুশলেই আছ। সম্প্রতি একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানে বেড়ানোর সুযোগ আমার ঘটেছিল। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আমার মনে হল এ ব্যাপারে তোমাকে অবহিত করা আমার কর্তব্য।

যে ঢাকা শহর থেকে তোমাকে লিখছি তা একটি ঐতিহাসিক শহর। মোগল আমলে ঢাকার যে সমৃদ্ধি ও মর্যাদা ঘটেছিল তা আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য হয়ে আছে। আজ ঢাকায় বসে সে গৌরবের স্বাদ হয়ত পাওয়া যায় না, কিন্তু ঢাকার কাছেই ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে সোনারগাঁয়ের মর্যাদা এখনও স্মরণযোগ্য হয়ে আছে। সম্প্রতি আমি এই সোনারগাঁ ঘুরে এসেছি।

বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকা থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কাছে সোনারগাঁয়ের ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ সগৌরবে বিরাজ করছে। ইতিহাস এখানে কথা কয়, অতীতের গৌরবের কাহিনী নীরব ভাষায় বর্ণনা করে। স্বাধীন বাংলার রাজধানী হিসেবে গড়ে উঠেছিল সোনারগাঁ। স্থানটির প্রায় চারদিকে নদীনালা পরিবৃত থাকায় বাইরের শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা ছিল না। প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত এই বিস্তীর্ণ এলাকাটি মোগল আমলে একটি সমৃদ্ধ জনপদ হিসেবে গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের স্বাধীন সুলতানদের আমলে এর মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়।

রাজধানী সোনারগাঁয়ে অনেক ঐতিহাসিক কীর্তিচিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। বিশাল আকারের ভবনগুলো এখন জনমানব শূন্য। অথচ এই নগরী একসময় জাগ্রত ছিল—জনকলরবে মুখরিত ছিল এই জনপদ। সূক্ষ্ম কারুকাজ সম্বলিত মাজার দেখলে এর শিল্প-সৌন্দর্য সম্পর্কে মানুষ অবাক হয়। পুরানো ধরনের বাড়িগুলো অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্যের সাক্ষ্য হিসেবে বিরাজমান।

সোনারগাঁর অতীতই শুধু গৌরবজনক নয়, তার বর্তমানও সগৌরবের। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের উদ্যোগে সোনারগাঁয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লোকশিল্প ফাউণ্ডেশন। পুরানো আমলের ঐতিহ্যকে বর্তমানের চাহিদা অনুযায়ী রূপায়িত করে যে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা এই এলাকাটিকে পুনরায় ঐতিহাসিক মর্যাদা দিতে সহায়তা করবে।

আশা করি সোনারগাঁ তোমারও ভাল লাগছে এবং সুযোগ পেলে একবার দেখে যাবে। আজকে এখানেই শেষ করছি। খোদা হাফেজ।

তোমারই
রানা

খাম

ডাকটিকিট

....
....
....